লঘু মুহূর্ত

লঘু মুহূর্ত

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

LAGHU MUHURTA

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ২০১১

গ্রন্থসত্ব
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়
বি ৩/৩ রিজেন্ট সোনারপুর
কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক
প্রণতি পাবলিশিং হাউস
১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স
কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক
অমিত ব্যানার্জী
টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯
Website : http:://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য
একশ টাকা

উৎসর্গ

অগ্নিসোম
ঐশী
অমর্ত্যনীল
অর্চিষ্মান
রুশা

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- জল থেকে জলে
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- যে যায়, যে থাকে
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

রচনা ১৯৯৭

হাজার বছর

উনিশ বছর!
তবু ধুলো আর বালি
পারেনি সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে
পথরেখা টুকু।
ভালবাসা কী রকম কি জানি
কেবল
উনিশ বছর
আমাকে ভোলায়
সয়ে যেতে বলে
তৈরী হতে বলে
সবচেয়ে পুরনো কৌশলে
উনিশ বছর
উঠোন বারান্দা সিঁড়ি ছাদময় স্মৃতিদগ্ধ ঘর
বাইরে পথ রেখা
কাঁটালতা ধুলো আর বালি আর হাওয়া
আর আসা আর যাওয়া
উনিশ বছর!
তারপর?
আর কিছু নেই ভালবাসা!
আর কিছু নেই!
হাজার বছর ...

উদ্বেগ

কী নাম? কী নাম? বলতে বলতে ঘিরে ধরে
বিদ্যুৎবলয় বাষ্পীভূতস্মৃতি বজ্রগর্ভমেঘ—
মন স্তব্ধ ওষ্ঠপুট। কী নাম, কী নাম? চরাচরে
জলোচ্ছ্বাস অগ্ন্যুৎপাৎ ভূমিকম্প
ব্যাকুল উদ্বেগ।

ভাষা

আমারই দায় জানি তাই এ অভিমান।
পাথর ঠেলে ঠেলে এমন যাওয়া ছাড়া
যখন ত্রাণ নেই কী হবে দেবযান
বৃথাই জল পড়া বৃথাই কড়া নাড়া—।

আমার হাতে সব যখন জানা হলো
তোমার মুখে দেখি আমার অবয়ব
তোমার চোখে দেখি আমিই ছলোছলো
তুমিই বালি তোলো পাথর বাস্তব!

এখন এর বেশি কারোরই ভাষা নেই
এখন এর বেশি কারোরই ভাষা নেই।

আজ

তাহলে কালই কিংবা পরশু?
না হলে খুশী মতো যখনই মনে হবে।
আজকে আপাতত
বাড়িতে ফেরা যাক
অনেক দেরি হলো অনেক বেলা হলো।
আজকে জানা হলো
আজকে নেওয়া হলো
তোমার শুধু নাম।

কল্পতরু

যেই ভেবেছি পথের উপর
একটুখানি ছায়া
সেই তখনি মূর্তি ধ'রে
দাঁড়ায় মহামায়া

একটুকু জল ভাবতে ভাবতে
সাকার চরাচরে

ভাঙা বঙ্গে

মিছে কাজে দিন গেল
রাত্রি গেল ঘুমে
প্রতিভার হাতে হাতে
ভাঙাবঙ্গভূমে

এখন নেয় না গ্রাম
শহরে অচ্ছুৎ
শেওড়া গাছও খুবই কম
যাতে হবো ভূত

সব দলই ট্যারা চোখে
দেখে জটিলতা
ভাঙাবঙ্গলোকে লেখি
তথাপি কবিতা!

মেঘ ছেয়ে যায় বজ্রব্যাকুল
মাটির ভাঙা ঘরে

ভয় করে আর শুনতে থাকি
লাগ ভেল্কি লাগ
তেপান্তরের তরুচ্ছায়ায়
গর্জে ওঠে বাঘ।

প্রেম

এ তৃষ্ণা রূপের জন্যে এ তৃষ্ণা গুণের জন্যে এই
তৃষ্ণা শরীরের জন্যে।
তুমি সব বোঝো আমি জানি।
এই ঐশ্বরিক আলো দুকূল প্লাবিত করে প্রত্যহ তোমাকে।
তোমার নিস্তার নেই।
এই প্রেম।
পাথর নিংড়োয় ঝরে জল।
অনন্ত রচনা করে ধ্বংস করে কিছুই করে না।
এই তৃষ্ণা তারই এই পিপাসা তাহারই।
তোমার রূপের জন্যে তোমার গুণের জন্যে একান্ত তোমার
সারা শরীরের জন্যে
শরীর ছাড়িয়ে
বিশুদ্ধ তোমারই জন্যে।
এই প্রেম। এই এই প্রেম।

পথ

না কোনো সংযোগ নেই বিয়োগের প্রশ্নই আসে না
কার্যকারণতাহীন ভিড়ে কোলাহলে তবু খোঁজে
কাতর বিষণ্ণ চোখ। কাকে? কাকে? কৌতূহলী হাত
কঠিন অঞ্জলি হাতে টিকিট টিকিট—
দ্রুত ঊর্ধ্বশ্বাস পথ পথের পাশের ধূধূ জমি
নিমেষে উধাও হয় জেগে ওঠে স্কুল বাড়ি গেট।

আবার

আমাকে আবার আসতে হবে।
তার মানে দেখা আর এ জন্মে হবে না।
তখন কি একা একা একা
এ বিশাল চরাচরে তোমাকে খুঁজেই
সারা হবে সে জীবন?
আমাকে আবার
দিতে হবে একে একে খুলে
তৃষিত ও করতলে তুলে
সমস্ত পোশাক!
আমাকে আবার আসতে হবে!

মিথ্যে

সব মিছে।
'ভালোবাসায় অভিমানে' সব
কোথায় 'বৃষ্টির মেঘ'
'কবিতার কাছাকাছি একা'?
'আরশি টাওয়ার' 'কোজাগর'?
মিথ্যে সব।
কোথায় 'কেলাতি'?
শুধু ক'টি দিন
নতুনচটির
আর ঝাঁটিপাহাড়ীর —
কলেজস্ট্রিট দ্বারভাঙা বিল্ডিংস ধুলো ঢাকা
আজ ছোলাডাঙা অব্দি নেই
পথরেখা টুকুও কোথাও।
শুধু কিছুক্ষণ
এই ক্লান্ত শরীর ও মন
বয়ে নিয়ে যাওয়া
অনিবার্য বিশ্রামের দিকে।
বাকি সব মিছে।

যেতে হবে তাই

কোথাও তো যেতে হবে
তা আমার যাবার তেমন
গ্রাম নেই শহরও না
তেমন উল্লেখযোগ্য স্মৃতি টুতি কই
ভবিষ্যৎ অন্ধকার
কোথাও তো যেতে হবে
আমার পালিয়ে যেতে
স্বর্গ নেই ধ্যান নেই
পুণ্যতোয়া নদী নেই
তীর্থ টীর্থ নেই
কোথাও তো যেতে হবে
প্রান্তহীন পরিণামহীন
তাই এই পথ
সামান্য সুপরিচিত গল্পহীন কাহিনীবিহীন
কোথাও তো যেতে হবে
পৃথিবীর পুরনো নিয়মে
তাই এ বিকেল
এত দীর্ঘতম ছায়া আমারই
একান্ত নিজস্ব
একমাত্র অনুগামী!

করতল

এত বেশি ভাঙাচোরা
হাঁটা দায়
পথ পেরোনো দায়
অথচ যেতেই হবে
সমস্ত আরম্ভ এরকমই
অবসানপ্রিয়
নিজের ভিতর থেকে কেউ
ঠিক আমারই মতন
আমাকে শাসায়

যেতে বলে, করতল পেতে বলে
কী দেবে আমায়?
কী দেব? কী দিতে হয়!
আমি তো জানি না!
বহু কষ্টে এতটা এলাম
সঙ্গে কিছুই রাখিনি
শুধু ছায়াটুকু ছাড়া
তীব্র নীল মায়াটুকু ছাড়া
ভালবাসা লেগে থাকা দুটি একটি টুকরো স্মৃতি ছাড়া
তবু পাতে করতল! তবু পাতো করতল তুমি?

প্রশ্ন

সুগন্ধে উদভ্রান্ত বেলা—
অনুচ্চার অন্ধকার ভাষা
একটি দুটি ফুল ঝরছে দুটি একটি পাতা
এক আধটি তারার চোখ
সুগন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত বেলা—
তাকে
এ পথে দেখেছে যেতে? এপথে দেখেছ কেউ তাকে?
নীরবতাময় সব
পথতরু ধুলো বালি পাতা
পাখির পালক শুকনো মরা ঘাস বিষণ্ণ শৈশব
পাঠশালা যাবার পথ বাঁশবন সুদূর পুকুর
অচেনা মানুষ বক শঙ্খচিল ভয়ের গল্পের
ছায়াচ্ছন্ন অপরাহ্ন ঝুলে থাকা শাদাকালো মেঘ
সব নীরবতা ঢাকা
প'ড়ে থাকা স্তব্ধতার কাছে
অনুচ্চার প্রশ্ন : কেউ দেখেছ কি তাকে?

রাকা

সেই তো চোখ
দুষ্ট চোখ
ফন্দি আর
বিদ্যুতে
কী চঞ্চল!
আজ কেমন
নীল সজল।
আজ কেমন
এক আকাশ
দুঃখময়।
আজ চোখে
চোখ রাখা
যায় না যে
কষ্ট তোর
কাঁপছে আজ
এক আকাশ
অশ্রুময়
কষ্ট তোর
কষ্ট তোর
কষ্ট তোর

ক'টি কথা

বলেছিল, ভয় করে বড়
শুনে হেসে উঠেছিল সাথী
সেই পথ সেই জল ঝড়ও
খুঁজে তাকে আজও আতিপাতি

বলেছিল, চলো বাড়ি চলো
মিনতি মাখানো সেই স্বর
কেঁদুড়ির মাঠে ছলোছলো
কেঁপেছিল মায়াবী মন্থর

বলেছিল, একদিন কেউ
এই সব। এখনো বাতাস
রূপে রসে গন্ধে ও স্পর্শেও
শব্দের বিচিত্র বারোমাস

আর আমার লিপিকুশলতা
ঝ'রে পড়ে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
ক'টি কথা শুধু ক'টি কথা
থরোথরো জলে আর ঝড়ে

সন্ধে

আমাকে কি দেবে না তাহলে!
সবাই পেয়েছে কিছু কিছু
একে একে ফিরে গেছে ঘরে
আমারও সময় হয়ে আসে
শূন্যতায় পূর্ণ তরুতলে!

আমি কিছু চাইনি কখনো
দেখাদেখি দাঁড়িয়ে ছিলাম
ওই মুখে তাকিয়ে ছিলাম

আমি তো অনন্যচিত্ত নই
যে তুমি বহন করবে—তবু
ওই ভিড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম

দুপুরের বিকেলের শেষে
ঢাকে সব সন্ধে নেমে এসে

নাউ

এই যদি কবিজন্ম তবে
থাক আমি হাত পাতবো না
আর আসবো না এই ভবে
ঢের বেশি হলো দেখাশোনা

এই যদি কবিজন্ম লিখে
দেখ করছি সব ভস্ম ছাই
দেখ মরছি তাকাও এদিকে
একবার তাকাও চলে যাই

এই যদি কবিজন্ম, তবে
শুধু একটি বার ফিরে চাও
মুখরতা ঢাকুক নীরবে
বিন্দুতে বিন্দুতে খুলি নাউ।

মাফ করবেন

মাফ করবেন আমি চিনি না কাউকে
সামান্য মানুষ; কাটে প্রবাসের দিন
মাথাতেও সেরকম কিছু নেই শুধু
কেঁপে ওঠে ছিঁড়ে যায় হৃদয়ের শিরা
যেকোনো আনন্দে দুঃখে। আর আপনারা
মাননীয় খ্যাতিমান মায়াবী হুজুর
গুস্তাকী মাফ করবেন। এ সমাজ
স্বর্গাধিক। এ সময় কখনো ছিল না।
বাপ পিতাম'র পুণ্যে এখানে এলাম।
এদেশে গাছের তলা ফাঁকা মাঠ সব
বিনি পয়সায় পাই শুতে ও ঘুমুতে
রোদ্দুর হাওয়াও ফ্রি বৃষ্টি শীত পাই
ইচ্ছেমতো। শাস্তি নেই এখানে মশাই!
কারো কোনো শাস্তি নেই। যেন অবিকল
অরণ্যের অধিকার! যে পশুর যতো
শক্তি তারই হাতে সব। সামান্য শেয়াল
এমনকি পেঁচাও জানে। মজার ব্যাপার
সব মানুষের মতো অবিকল!

এরকমই

এরকমই। তবু যাই না। তবুও দেখি না।
কে কাকে সম্মান করল। অসম্মান। কাকে
সম্বর্ধনা দিতে গিয়ে আর একজনের
গুষ্টিকে বাপান্ত করল। কে কার ঢাকের
চামড়ায় বেঢপ কাঠি পেটাতে পেটাতে
ছিঁড়ে ফেলল। কিছুই দেখি না। কানে আসে।

এরকমই মফস্বল। রাজধানীর কথা
মাথায় থাকুক বাপ। পদ্যফদ্য লেখা
ডকে তুলে রাখা ভালো। ইস্কুল মাস্টার
টিউশনি পড়ালে পারতে! কবি হতে গেলে!

হাওয়া

কুড়ি বছরের লতাপাতা
সরিয়ে কি দেখা যায় মুখ!
আর কি তেমন লেখা যায়!

শুধু মেঘে শুধু জলে ঝড়ে
কী যেন সহসা মনে পড়ে

দুলে দুলে ওঠে পিরামিড
ঢেকে দিতে বালির পরত
হাওয়া ওঠে এলোমেলো হাওয়া।

বৃষ্টিকে

যখন ছুটি নেই আর
কলমে নেই বেশি কালি
ছায়া ঘনায় সন্ধ্যার
কাগজ ছিঁড়ে ফালি ফালি

যখন ভুলগুলি ফুল
যখন ব্যাকুল জড়ো করো
মিলিয়ে যায় মাস্তুল
মাটির তীর জলে ভরো

এসব ব'লে কী যে হয়
কেন যে তবু ওঠে গান
কী লাভ ভালবাসাময়
জীবন ও মহাপ্রাণ

কী হবে এসে বা যেয়ে
কী হবে ও ভাঙা হাট
বৃষ্টি দাও না গো ছেয়ে
গরিব এ রাজ্যপাট

এরকমই। তবু বলব বাঁকুড়া শহরে
অঢেল প্রতিভা, গ্রামে আরো বেশি দামে
বিক্রী হয় চড়কে ও হুচুক গাজনে।

অপমান

তাকাও দেখ আমার মুখে লেখা
তাকাও দেখ তোমারও মুখে লেখা
তাকাও দেখ, ওদেরও মুখে মুখে
সবার মুখে ঃ দেখো না শুধু চেয়ে

তবে কি আমি কখনো আসবো না?
তবে কি তুমি যাবে না কখনো?
তবে কি ওরা সকলে একা একা
ফিরেই যাবে রিক্ত হাতে ব্যাকুল অবসানে!

হয়তো

দু'একবারই শিউরে ওঠে নদী
দু'একবারই চমকে ওঠে পাতা
ছলকে ওঠে দু'একবারই বুকে
দু'একটি মুখ মুখের মতো আলো

তাকেই বলে পরমলগন বুঝি
আমরা করি অভিমানেই হেলা
ইঁটের বাড়ি কাঠের বাড়ি ছেড়ে
যাই না ঃ ডাকে ডাকতে থাকে কেউ

এমনিতরো জীবন নিয়ে একা
এমনিতরো মরণ নিয়ে একা
এমনিতরো জীবনমরণ পারে
হয়তো হবে হবেও না বা দেখা।

আমাকে

তবে কেন ওকে তুলে দিতে
এত ভয় এত ত্রাস আজও?
এখনো সহজে অপমান
তোমাকে ডাকি না এই ঘরে।
কী নাম কী নাম কাকে কাকে?
আমাকে না? মাথা নিচু যাই।
অন্ধকার নামে, মেঘে মেঘে
বেলা এত বেশি যায়, এত!
তাহলে কি সব তুলে দিতে
আমাকে আবার আসতে হবে।
জন্ম, তুমি মৃত্যুর বন্ধু না?
তবুও অপরিচয় এত!
অনেক জানার অভিমানে
না জানার বেদনার মানে
বোঝাই হলো না। জানি তাই
তুমি আর আসবে না। একা
আমাকে আমাকে আসতে হবে।

তোমার মতো

কই, আর কিছু তো বলি না।
বলি? ও আঘাত, অপমান
ও দুঃখ, থাকি না চুপ করে?
তুই? তুই কিছুই নিবি না?
আমি হাসি। এই তো সম্মান।
ওই তো তোমার প্রেম ঝরে
গড়িয়ে গড়িয়ে আসে কাছে
মৃত্যুর মতন নীল আর
শান্তির মতন—; কাঁপে পাছে
নিঃশ্বাস ফেলি না। স্তব্ধতার
ও দেবতা, মুখরতা কই?
এ হৃদয় তোমার মতোই!

ধরণ ধারণ

এই রকমই আমার ধরণ।
তোমার ভালো লাগবে না তাই।
তোমার ভালো লাগলো না তাই।
চ'লে এলাম।
এই রকমই আমার ধরণ।
তবুও এক শীর্ণ নদী
জীর্ণ টিলা
বৃদ্ধ অশথ
তাকিয়ে থাকতো!
এখনো কি?
অনেক দূরে অসাবধানী
কী করছি কী খাচ্ছি দাচ্ছি
কোথায় ঘুমোই
রাস্তা পেরোই
অনির্দেশ্য

ভেবেই সারা আজও অব্দি!
এই রকমই এই রকমই
আমার গল্প
ফুরিয়ে এলো

তোমার ভালো লাগলো না আর
তোমার ভালো লাগবে না আর
আর আমাদের দেখা হবে না।

লেখা

তোমাকে নিয়ে লিখেছি ঃ এই কথা
গোপন ক'রে রেখেছে ঝাউবন।
বলেনি এই পথের নীরবতা।
বলেনি প'ড়ে তোমার ওই মন?

পুরনো পৃথিবীর

যেমন সবই আছে অথচ কিছু নেই
তেমনি আমাদের পূর্ণ এ জীবন
শূন্য এ জীবন জন্মে মৃত্যুতে
মিথ্যে এ জীবন সত্য ছুঁয়ে আছে।

যেমন নিষ্কাম অথচ আছে সব
যেমন নিষ্ক্রিয় অথচ স্পন্দন
তেমনি আমাদের বিরহ ও মিলন

পুরনো পৃথিবীর মায়ায় ছেয়ে আছে।

হাত ধ'রে

পার ক'রে দাও আমাকে এ হাত ধ'রে
জন্ম যেথায়, জন্মান্তরও! শোনো
তুমি তো দৃষ্টিশ্রুতিশীল! পাতা ঝরে
পাতা ঝরে, আর পাতা ঝরে, অভিমানও—

অন্ধকে শুধু তুমিই দেখাতে পারো
শোনাতেও পারো বধির বদ্ধ জনে
জলে ভেসে যায় জলে ভেসে যায় তারও
অশ্রু! তোমার কখনো পড়ে না মনে?

কোনোদিন নীল বৃষ্টির ভেজা হাতে
দেখোনি আমারই সজল কালির লেখা?
ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। আজ রাতে
সুদূর গন্ধে তুমি! একা! এত একা।

যে মুখর তাকে বাচাল ক'রে কী হবে
দুঃখের গিরি শীর্ষে নেবো কী বলো
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মোহান্ধ ভবে
হাত ধ'রে বলো, আমার সঙ্গে চলো—।

ফলক

বর্ষশেষ বর্ষশুরু ক্যালেণ্ডার বদলে বদলে যায়
শুধুই দেওয়াল স্থির
স্থিরতর জীবনের জল
মরণের অগ্নি-নীল
প্রান্তরে হাওয়ায় ওড়ে পাতা
যেন কোনোদিন এই কাহিনীর শেষ
নেই
শেষ নেই নিরঞ্জন নীল
বর্ষ শুরু বর্ষ শেষ
সারি সারি পৃথিবীর পাথর ফলক।

নেমে আসে

আজ কেউ চেনে না।
পথিক
বড় বেশি কোলাহল ভিড়?
আজ পথে পথে
পাথুরে গ্রীষ্মের দাহ ছেঁড়া পাতা ঘাস ধুলো বালি
শুধু ভাঙাচোরা বুক খালি
লাগে!
আজ কেউ
বাজে না দুপুরে
আজ কেউ
হারানো সে সুরে
কাঁদে না!
এখন
বলো না কাঁসাই তুমি লেখো।
গন্ধেশ্বরী নদী
ঘুম থেকে তুলে আর ডাকে না সজল দুটি তীরে।
ধীরে ধীরে

নেমে আসে ছায়া
শুধু ছায়া
শুধু ছায়া
শুধু ছায়া নামে আজ
কী নিবিড় নিষ্করুণ নিঃস্ব কারুকাজ
তার অবয়বে!
তবে
ঢাকে না সে শুধু এক গভীর গোপন দুঃখ
আর
পথিক, তোমার
অপরিচয়ের শাদা পাথরের ফলকে ফলকে
ধুয়ে দিতে রাতে ঢের রাতে
নেমে আসে
পৃথিবীতে
জ্যোৎস্না
আলো
পুরনো চাঁদের।

চেয়ে থাকে

এভাবে কি?
আজ ঠিক মনে নেই, তবে
আরো একবার আসতে হবে
বলেছিলে।
কুড়ি বছরের ধুলোবালি
বিষাক্ত ফুলের লতাপাতা
সর্পিল জটিল অন্ধকার
তীব্র হুহু হাওয়া
আবার আসার পক্ষে
নয় ঢের বেশি?
নাকি
ঠিক ঠিক যাওয়া
হলো না আমার!

নির্বোধ বালক এই যাওয়া আসা থেকে যাওয়া কিছু
বোঝে না
কি ভাবে
ঝ'রে তার চোখ বেয়ে জল
বুক ভ'রে নামহীন ব্যথিত অতল
তীব্র বেদনায়—
শুধু চেয়ে থাকে তার মুখে এক স্তব্ধ নীল নিবিড় আকাশ।

ঢেকে রাখতে

এই লেখা গভীর গোপন।

গোপনতা ঢেকে রাখো জল
ঢেকে রাখো হে জন্ম জীবন
মৃত্যুপ্রিয় মৃত্যু ঢেকে রাখো

এই লেখা বড়ো সঙ্গোপন।

কী লেখো কী লেখো কী কী এতো
গোপনীয় আছে এ লেখায়?
আমি জানি। গম্ভীর তাকায়
একটি ত্রিকালদর্শী পেঁচা
অন্ধকার বটের কোটরে।

অমনি সমস্ত রাত জড়ো হয়
ঘন হয়ে বৃদ্ধ এক অশ্বত্থের তলে
আর জলে শুধু নীল জলে
ভেসে যায় কবিতার খাতা
জন্মের মৃত্যুর গোপন
লেখার রহস্য মায়া জাদু

ঢেকে রাখতে মৃত্যুশীল সজল কবিকে।

রাত্রির কাঁসাই

আকাশের ভাসমান মেঘ
নেমে এসে ঘাসেদের বলে
আলোকবর্ষের পথ ভেঙে
নেমে আসে তারাদের আলো
ব'লে যেতে শুধু ব'লে যেতে ঃ
আছে আছে আছে ভালবাসা।

সে ভাষা পথের ধুলো বালি
ঝরাপাতা ছোট ছোট ঘাস
পাতার আড়ালে ভীরু কুঁড়ি
রাতের পাখির ভীতু মন
বোঝে—শুধু আমিই বুঝি না।

আমিই বুঝি না ঃ অকারণ
কেন এত দুঃখ হাহাকার
কেবলই আমার—! জগতের
আনন্দযজ্ঞের কাছাকাছি
কেন যাওয়া হলো না আমার!
প্রতিটি আঘাত অপমান
তোমার কৃপার দান ভেবে
ভালবাসতে পারি না আমিই।

আমার ব্যর্থতা নিয়ে কাঁদে
অন্ধকার রাত্রির কাঁসাই!

আসা যাওয়া

এখনো আছে বুকের কাছে মনের কাছে, তাই
বৃষ্টি আসে, শীতের ছোঁওয়া, তোমার কাছে যাই।
এখনো জ্বলে গোপনতলে মায়াবী আলো খানি
তাই এ মন কাঁদে এমন সকলে বলে জানি
পাগল। আমি জানি না আমি বুঝি না কোনো কিছু
ছায়ার পিঠে জমেছে ছায়া আলোর পিছু পিছু
রাতের পথ হারায় আর তারায় যায় লিখে
তোমার নাম আমার নাম একটি নাম লিখে
জীবনভোর। এখনো তাই কদমফুলে ভাসে

তোমার কথা আমার কথা তাহার কথা। আসে
ঘুমুলে সব, মৃতেরা অমৃতেরা, আমি যাই
এখনো ওই কাঁসাই তীরে ভাসাই কিছু ছাই
বৃষ্টি আসে ব্যাকুল মেঘ দুরন্ত নীল হাওয়া
এমনি আমার আসা আমার এমনি চ'লে যাওয়া।

ফেরা

এ যদি সুখ আমি তাপিত করতল
তোমারই সম্মুখে গুটিয়ে নিই
এ যদি দুখ আমি তৃষিত এ হৃদয়
তোমারই সম্মুখে নিলাম ঢেকে।
যা থেকে ত্রাণ নেই মহদ্ভয়
যা থেকে ত্রাণ নেই হা সংশয়
হৃদয় করতল ছাড়াও থাকে
পূর্ণ টলোমলো—এ যদি স্থির তবে
কী হবে কদমের শ্রাবণমাসে!
দেখ কী অক্লেশে চ'লে এলাম।

যাওয়া আসা

এখন আর চলে না কাছে যাওয়া
এখন আর চলে না দূরে থাকা
নিকট দূর সুদূর তাই পরস্পর দেখি।

আষাঢ় আর শ্রাবণ ভেজা হাওয়া
ভরা ভাদর শূন্য ধূধূ ফাঁকা
প্রাচীনতম বৃষ্টি, তুমি? একি!

তখন কেউ কোথাও নেই কাছে
কিছুই নেই এ মনও এই দেহ
কেবল জল ছলাৎছল শুধু।

কেবল নীল যমুনা তীরে গাছে
জগৎময় ব্যাকুল, ভয় স্নেহ
তখন পথ ধুলোয় বালি ধূধূ।

চলে কি আর কোথাও যাওয়া আসা।

বাউল

এই তো এলাম এই তো গেলাম
আসবো আবার
চোখের তারায়
ভাসাও ব্যাকুল সজল মায়া
আগলে দাঁড়াও
এ কী ধরণ
আমার কষ্ট
বুঝতে চাও না
বাউল কি আর ঘরের মধ্যে খাঁচার মধ্যে
থাকতে পারে
পথ চলা তার
নিঃশ্বাসে আর
প্রশ্বাসে আর
শিরায় শিরায়
এই তো এলাম এই তো গেলাম

প্রপন্নার্তি

প্রাক্তনে প্রারব্ধে রঙিন পোশাক ঢাকা আপাদমাথা
উত্তরীয়ে ওড়াই আমার সঞ্চিত ও সক্রিয়মান
বন্ধু আমার
তোমার কষ্ট
তোমার কষ্ট
তোমার কষ্ট
এই হাহাকার
পথ থেকে পথ পথ থেকে পথ পথ থেকে পথ
আমার সামনে

দেখা

দেখা না হলে আমিও বলতাম
তোমারই মতো ঃ ওখানে কেউ নেই
দেখা না হলে তোমারই মতো নাম
না নিয়ে চলে যেতাম তো ভেসেই।

ভালবাসবো ব'লে

ভালবাসবো ভালবাসবো ব'লে
হাঁটতে হাঁটতে এত দূরে আসা
ভাসতে ভাসতে ঠেকা এইখানে
সমস্ত হৃদয় মুচড়ে চেয়ে চেয়ে থাকা
এত দুঃখ এত কষ্ট এত বেশি ব্যথা
উপেক্ষা—উপুড়।
শুধু ভালবাসবো ব'লে
এমন বিভ্রম এত বিস্মরণ ভয়
মুখোশের মায়া নীল ব্যাকুল সংশয়
কার্যকারণের তত্ত্ব শাস্ত্রঝুরিবট।
ভালবাসবো ব'লে
শুধু ভালবাসবো ব'লে
বিধিবহির্ভূত এই তীব্র অনাচার ...

মৃত্যু

জীবন কি খুবই ছোট?
স্মৃতিহীন অফুরন্ত দিন
অফুরন্ত রাত
আকাশে আকাশে ...
জীবন কি খুবই ছোট?
পোশাকের পর পোশাক
আবার পোশাক
আবার আবার ...
জীবন কি তবু ছোট?

মৃত্যু কোনো উত্তর জানে না।

ভয়

চোখের দিকে তাকাতে ভয় পাও!
আমি তো জয় করিনি কোনোকিছু।

যদি জানো

আমার? আমার কথা হলো?
হৃদয়ে জিজ্ঞাসা ছলোছলো।
চোখে চোখ রেখে যায় সব
গমনপথের কলরব
থেমে যায়। একটি দুটি পাতা
ঝ'রে যেতে যেতে যেন ভ্রাতা
বলে ঃ দেখ ঝ'রে যাই আসি
অনন্ত এ পথে আমি ভাসি।
আমার আকুল অভিমান
বোঝে না পথের গুণগান
ব্যাকুল দাঁড়িয়ে শুধু থাকে
দরজার বাইরে পথে বাঁকে
যারা যায় যারা আসে কেউ
কিছুই বলে না ঃ ধুলো সেও
নীরবে ভরিয়ে তোলে মুখ
এই স্বপ্ন এই সাধ সুখ
আমার? আর্তিতে ছলোছলো
কেউ যদি জানো বলো বলো।

বিকেল

এখন বলে না কেউ লেখো!

শুধু দশটা শুধু পাঁচটা শুধু
বাসের হাতল উর্ধ্বশ্বাস
মজামাঠ কাজুবন কঙ্কালের পথ
হাড়ের জটিল গ্রন্থি গ্রাম
ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ সেভেনথ পিরিয়ড
ধুলোবালি ছেঁড়াপাতা কাগজের কুচি
এলোমেলো গ্রীষ্ম বর্ষা শীতের বাতাস
দশ বারো ষোলো কুড়ি তিরিশ বছর
বাড়ি ফেরা বাড়ি ফিরে আসা

এখন বলে না কেউ লেখো।

মনোনয়নের চিঠি পড়ে থাকে
খাতার ভিতর
প্রায় দু'বছর।

আজ

মুখের প্রতিটি রেখা ভেসে গেছে আজ
চোখের আকাশ মেঘে বৃষ্টিতে ঢেকেছে
প্রতিটি চিঠির মধ্যে বিস্মৃতির ঘাস
অবচেতনের তলে চ'লে গেছে সব।

কিছু নেই। কিচ্ছু না। শুধু এ হৃদয়
ব্যথিত বিষণ্ণ ম্লান। শুধু এ জীবন
শ্রাবণরাতের হাওয়া। কোনো কিছু নেই।

একদিন

আমার একারই দায়ভার
তুমি থাকো গভীর আড়ালে
আমার একাকী বেদনার
ফুলগুলি খোঁপায় জড়ালে!

তোমার দায়িত্ববোধ নিয়ে
সভা হবে আলোচনা হবে
বলো আজও আমাকেই দিয়ে
জয় করবে আগুনসম্ভবে!

এই শর্ত লিখিত দেখাও
আমি আর কিছুই মানবো না
অন্ধকারে খুলে দিচ্ছি নাউ
ফেরৎ দিলাম সব সোনা

একদিন মনোহীন যাবো
একদিন মৌন পারাবার
তুমি পাবে আমি সব পাবো
সব চাওয়া পাওয়ার ওপার।

জল

কিছুই থাকে না। শুধু চেয়ে থাকা একটি মানুষ
রোদে জলে ঝড়ে একা পোড়ে ভেজে ওড়ে চিরকাল।
চোখের সম্মুখে যায় প্রিয় সব হাতের নাগালে
প্রিয়তর প্রিয়তম। অসহায় চেয়ে দেখা ছাড়া
তার করণীয় নেই। তথাগত, তুমিও গিয়েছ
শুধু মনে পড়ে সব মনে পড়ে আর মেঘে মেঘে
রাতের আকাশ বড় ভারী হয়ে নেমে আসে জল
একান্ত সম্বল ক'রে। তথাগত, জল কি যাবে না?

এই লেখা

এই লেখা ছাপাতে দিও না।
একান্ত নিজের খুবই ব্যক্তিগত এই মনোভার।
বিশেষত প্রাচীন আঙ্গিক।
স্থিরবদ্ধ শব্দ। অর্থ পরিষ্কার। জল।
কোনো এলোমেলো কিছু নেই। মারপ্যাঁচে জব্দ কোনো
চিত্রকল্প উপমা কোথায়?
প্রথামুক্ত চমকলাগানো
রোমাঞ্চ ও শ্বাসরুদ্ধ রস?
এই লেখা ছাপাতে দিও না।
এ তোমার খাতায় থাকুক।
গ্রামের মাস্টার বন্ধু পড়ে তো পড়ুক।
কবিসভাটভা থেকে শতহস্ত দূরে থেকো যেন।
এই মনোভার নিয়ে
কেউ কি, ভেবেছ, খুঁজে পাবে
এ শ্রাবণরাতের পথের হাওয়ার
সজলতা?
চিঠি লিখবে
কবি সম্বোধনে!

ভালবাসা

এই নদী জানে আমি ভালবাসতাম।
এই পথরেখা জানে আমি ভালবাসতাম।
এই পাথর জানে আমি ভালবাসতাম।
এই পৃথিবীর পুরনো নিয়মকানুন মেনে চলা
দিন রাত্রি মাস বর্ষ জানে
আমি ভালবাসতাম।
তাই আর আমার মুক্তি হলো না।
বদ্ধমূল এই জীবন ভীতু পাখির মতো
উড়ে যেতে পারল না।
ব'সে রইল। ব'সে রইল। ব'সে রইল।
কেন জানে না। কী জন্যে জানে না।
শুধু বিশ্বাস
একদিন মৃত্যু এসে ডেকে নেবে। আর
নদীর কিনারে পাথরে পথরেখায়
পড়ে থাকা আমার ভালবাসা
ভালবাসা ছাড়া কেউ সেই টুকরোগুলো চিনবে না।

এক একদিন

এক একদিন মন কেমন ক'রে ওঠে।
চঞ্চল হয়ে ওঠে সব।
কী জন্যে মন কেমন কার জন্যে চঞ্চলতা?
কিছুই মনে পড়ে না।
কেবল ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে
পদ্যের শব্দ ঝাপসা হয়ে যায়
মুছে যায় লেখার বাতিক
অনিবার্য কতো কি।

একজন

যে কেউ এইসব লিখতে পারে।
কিন্তু কেউ তো আমার মতো মূর্খ নয়
যে ফালতু সময় নষ্ট করবে।
সংসার আছে না। জীবন কি ছেড়ে কথা বলে।
যদি কেউ এই ফাঁদে পা দেয়ও
সেখান থেকেই গুছিয়ে নেয় সব
এক তিল ছেড়ে দেয় না।
এক আধজন মূর্খ নষ্ট হতে হতে
অভিমানে বহুদূর গ্রামে স্কুলমাস্টারি নেয়
নিরেট পাথরের দেওয়ালে পেরেক পোঁতার মতো
সেখানেও তার গলদঘর্ম অবস্থা দেখে
গ্রাম্য হাসির হিক্কায় উড়ে যায় পাখি
দীর্ঘ বেকারত্বের অনতিঅতীত দুপুর
শিক ভেঙে ক্লাশ ঘরে ঢোকে
ব্ল্যাকবোর্ডে অনুবাদ করতে দেয়
এক আশ্রমের ওপর অনুচ্ছেদ
পরিবর্তন করতে দেয় এক সন্ন্যাসী সংক্রান্ত বাক্য
বৌদ্ধদর্শনের ক্লাশের শূন্যবাদ
দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের চারতলার করিডোর এনে হাজির করে
ঝাপসা মুখ এক জলরঙের ছবি
এক একজন পাগল তখন ঢং ঢং ঢং ঢং ক'রে
ঘণ্টা বাজাতে বলে
ছুটির ঘণ্টা
কিন্তু তা তো আর হয় না
ক্লান্ত বাড়ি ফিরে অনেক রাতে সে লেখে
ফালতু। তবু লেখে। নষ্ট করে তার জীবনের মতো
কিছু কাগজ কালি সময় .....

আত্মকেন্দ্রিক

আমার আমার করেই চ'লে গেল এই জীবন।
পথের দুর্বাও যা করে না এমনকি ধুলোও।
সবাই সবাইকে ডেকে বলে, কোথায় যাও?
সবাই হাতে তুলে দেয় যার যা সামান্য পুঁজি।
সামান্য গাছও ছায়া দেয় ঘাস দেয় ফুল
নদী তার স্রোতের দুঃখ তীরের কষ্টের কাহিনী শোনায়।
কেউ ফেরায় না। সারারাত জেগে থাকে তারারা।
সারাদিন পাহারা দেয় পাহাড়।
পাতাকুড়োনি মেয়েও কারো জন্যে নিয়ে যায় বুনো কুল।
এমনকি পিঁপড়ে পর্যন্ত।
তুমি শুধু সমস্ত শব্দ নিজের জন্যে ব্যবহার করেছো।
আর কারো কথা লিখতে শিখলে না।
অননুভূত রয়ে গেল তোমার অনেক কিছু।
পাথরেরও শিরা উপশিরা বেয়ে রক্তস্রোত বইছে
তুমি কোনোদিন টেরই পেলে না।

একইরকম

এই রকমই। আজ আর কিছু তেমন
বলার নেই। আজ আর কিছু তেমন
লেখার নেই। আজ আর কিছু তেমন
করার নেই। দীর্ঘ ছায়া পূর্বাচলে আজ।

সেই রকমই। সব গিয়েছে মিশে
ছায়ায়। ঘন ছায়ায়। সব গিয়েছে সব কিছু।
শুরু ও শেষ একই ছিল। আজও।

এই রকমই। জন্ম ভুল মৃত্যু ভুল। জীবন।

বেমানানকে

এখন কবিতালোকে প্রত্নজীব ধাতুমূর্তি বীভৎস সুন্দর
সম্পূর্ণ অননুভূত শিল্পরস
এখন সেখানে
ইঁট কাঠ কথা বলে কবি খায় তরল গলিত তপ্ত ধাতু
গাছের মতন হাত মানুষের নদীর মতন তার পা
সাইকেলে দু'ব্যাগভর্তি আকাশের তারা
পকেটে পাহাড়
আগুনের ওষ্ঠপুট শুষে নেয় জলের শরীর
করোটিতে লাভা হাতে অভ্যর্থনা বন্ধুপত্নী দেয়
কোনো গোপনতা নেই অনুশাসনের পুঁথি নেই
কোথাও সম্বন্ধ নেই কোথাও সম্পর্ক নেই আজ
এমন অদ্বৈতানুভূতি!
রবীন্দ্রনাথের—? ও মশাই
কোত্থেকে আশ্চেন? ছন্দ? প্রবোধচন্দ্রের কাছে যান—
বিশ্বনাথের কাছে অলঙ্কার টলঙ্কার দেখুন টেখুন—
মঙ্গলগ্রহেও এসে মানুষ খুঁজছেন!
আজও সময়ের জ্ঞান
হয়নি; কবিতা পড়তে ট্রেনিং হয়েছে? ডিগ্রি না ডিপ্লোমা?
কীভাবে পড়েন? খালি পেটে; হা হা। খালি পেটে
ধর্মও হয় না আর পদ্য! ও মশাই
আপনি কোন গ্রহের বলুন না আমরা যাবো
'কবিতা পড়ুন' 'আরো কবিতা পড়ুন' 'আরো ....' সব
যাবো, গিয়ে ইনস্টিটিউট খুলে আসবো
ডিরেক্টর ঃ পাথর পুতুতুন্ডি বা
শোক সান্ন্যাল কিংবা
দুঃখ দত্ত
নামই শোনেননি? হা হা হা হা

আজ নয়

আজ নয়, অন্য কোনো দিন, আজ চলি।
আমাকেও রেখে ঢেকে বলেছে ভোরের লাল জবা
সকালের ভেজা রোদ দুপুরের পথ হু হু হাওয়া
ট্রেনের ভিখিরী সেই কিশোরের সজল দু'চোখ।
এখন বিকেল।
যাও তোমরা পথের স্রোতে সব
বসুন আপনারা, আসছি, অন্য কোনোদিন দেখা হবে।
একি আপনি? এত দূর পিছনে আমার সঙ্গে কেন!
আমি কোনদিকে যাবো কোন পথে যাবো
কখনো ভাবিনি
আর আমার নিজস্ব কিছু নেই
না ঘর না গেরস্থালী
না গ্রাম শহর
না বন্ধু আত্মীয় কিছু
স্বর্ণস্মৃতিটুতি
আমার অতীত নেই বর্তমান নেই
ভবিষ্যতহীন আমি—
দেখা হবে হয়তো কথা হবে
অন্য কোনোদিন, যান, আজ আমি চলি।

গ্রাম্য

তবে থাক। আসি। দেখা হবে।
না আমার ট্রেন পাবো ঠিক।
আসলে গ্রামের লোক আমি।
পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে।
না জানিয়ে চ'লে আসা—। আসি।

আলো জ্বেলে দিই মা

সন্ধে হয়ে আসছে।
বিকেলের আলো গাছের মাথা থেকে স'রে যাছে আকাশে।
বাগানের সিপাই বুলবুল গা ঢাকা দিয়েছে।
ঘরে দোরে সিঁড়িতে বারান্দায় কার্নিশে কার্নিশে
ঝাপসা অন্ধকার।
শব্দ নেই।
বাড়ির এরকম চেহারা মনে পড়ে না।
এত শান্ত বাড়ি!
কেউ কলকাতায় কেউ দুর্গাপুর কেউ জার্মানী
স্তব্ধ বাড়িতে স্মৃতির কোলাহল
স্তব্ধ বাড়িতে স্মৃতির ঝঙ্কার
শ্রাবণের সিক্ত ধরিত্রীর মতো
জরো জরো—।
সন্ধে হয়ে আসছে।
আলো জ্বেলে দিই মা।

লীলা

আমার লেখা আমাকে টেনে নিয়ে যায়
আমার একটুও ইচ্ছে করে না
বরং ভয় করে
প্রাণপণে নিরাসক্তির সুদূরতায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলি সব
আমাকে মুখোমুখি দাঁড় করায়
বাক্যহীন
আমার লজ্জা চোখের শিরা উপশিরায় যেন বৃষ্টি আনে
আমি পারি না আমার ভয় করে আর ভয় করে
শুধু শঙ্কাহীন হাতে
টেনে নিয়ে যায় আমাকে
আমার লেখা

বাড়ি

কেউ কি চেঁচিয়ে বলতো, ও মা খেতে দাও?
কেউ কি হাতের কাপ ভেঙে ফেলতো শব্দ ক'রে রোজ?
কেউ কি মাতিয়ে পাড়া কেঁদে উঠত না আমি খাবো না?
কেউ কি ভীষণ জোরে কলিংবেল চেপে থাকত?
কেউ—

না তো। এরকম কোনো শব্দ কোনো কোলাহল কই?
এরকমই শান্ত স্তব্ধ মৌন।
তবে?
আজ কেন এরকম লাগে।
আজ কেন দ্রুততর সহসা মিলিয়ে গেল রোদ
মেঘ করলো হাওয়া বইলো বৃষ্টি এলো জল
আজ কেন অন্যভাবে বেজে উঠলো
শব্দহীন
প্রিয় কোলাহল
বুকের ভিতরে
স্তব্ধ ব'সে রইলো ব'সে রইলো ডালে
দুটি ভীতু পাখি
ওদের সন্ধ্যার বাসা অন্ধকারে বৃষ্টির ধারায়
আজই ভিজে যায়?

কতো তাড়াতাড়ি

এই সেদিন দুধভাতের থালা হাতে ঘুরে বেড়াতে হতো
ঠোঁট খুলতে ডাকতে হতো ম্যাও খটাশ
এই সেদিন দু'হাতে প্যান্ট তুলতে তুলতে
দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়া ছুটে বাড়ি ফেরা
উন্মাদের মতো বাজি ফাটানো
এই সেদিন ঘাড়ের ওপর ব'সে বুকের ওপর পা ঝুলিয়ে
বকবক করতে করতে মধুমালতির পাতা ছেঁড়া
এই সেদিন—
কতো তাড়াতাড়ি ছায়ার মতো মিলিয়ে যায় সব
আলোর মতো নিভে যায় সব

সুখের মতো ফুরিয়ে যায় সব
দুঃখের মতো জড়িয়ে যায় সব
জলের বিম্বের মতো জলে ভেঙে যায় সব

কোটি কোটি বুদ্বুদের মতো হারিয়ে যায় স্রোতে—

তখনি

বড্ড জটিল একটা আকাশ
এই সাদামাটা আকাশের ওপারে
আলোকিত হয়ে থাকে

বড্ড সরল একটা ব্যথা
পৃথিবীর ধুলোকাদা মেখে গিয়ে দাঁড়ায়
তার হৃদয়ের সামনে

আর তখনি ঘণ্টা বেজে ওঠে চামর দুলে ওঠে কাঁসর ...

পাষাণ

সমস্ত ব্যর্থতা নিংড়ে জল নাও ও পাষাণমুখ
পামীর পিপাসা ওষ্ঠে শুষে নাও কামকান্ত নদী
তাতল সৈকতে তীব্র আছড়ে পড়ো প্রলয়পয়োধি
এখন ভাসাও জলে এই দেহ। কেবল থাকুক

একটি প্রার্থনা খুব সঙ্গোপনে। আর একটি প্রণাম।
ও পাষাণ, আর থাক গভীর গোপন এই নাম।

আকাশ

মিথ্যে তুমি এমন ক'রে গেলে।
আকাশ চিরে ঝলসে ওঠে নেভে
দুঃখ এবং সুখ।
আকাশ ফিরে আকাশ।
আমার আকাশ।

দেখা

পথে দেখা হলে হাসবো
প্রান্তরে? হাসবো না?
নদীর ওপারে? ভাসবো—
তোমাকে ডাকবো না।

সেদিন চিনবো না। তুমি জানো
রঙ্গ ও কৌতুক। তাই এতো
আমারও রহস্য। অপমানও
বৃষ্টি হয়ে জল হয়ে যেতো

যেখানে, সেখানে দেখা হলে
তোমাকে ভাসাবো আমি জলে।

কোনো কষ্ট দিও না মা

আজ লিখব ঃ তুমি ভালো থাকো
আজ লিখব ঃ তুমি আনন্দে থাকো
আজ লিখব ঃ তুমি দুঃখ পেয়ো না

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই
মেঘ ডাকছে তো ডাকছেই
আছড়ে পড়ছে ঝোড়ো হাওয়া

তোমার ট্রেন কতদূর চলে গেছে এতক্ষণ
তোমার ট্রেন ঠিক পৌঁছে যাবে—
ততক্ষণ

আমি লিখি ঃ ওকে ভালো রাখো
আমি লিখি ঃ ওকে আনন্দে রাখো
আমি লিখি ঃ ওকে কোনো কষ্ট দিও না মা।

শ্রাবণ

শ্রাবণ তুমি এমন দিনে এলে?
এখন আমি কোথায় পাবো তাকে!
সারাটা মন কেমন করে ধূ ধূ
আমার কোনো যমুনা নদী নেই
তমাল আমি চিনি না কালো মেঘ
দেখিনি গোঠে ধেনুর চলাচল
কদমফুলে রোমাঞ্চ—তাও শোনা।
শ্রাবণ তুমি আমার কাছে এলে?
ভাঙিয়ে ঘুম জাগিয়ে এত রাতে
বৃষ্টিভেজা সজল দুটি হাতে
এমন ব্যথা কী হবে দিয়ে বলো
আমার মতো সামান্য এক কবি
জীর্ণ ক'টি শব্দে বেঁধে শুধু
অদ্য এই পদ্য হাতে বলে ঃ
শ্রাবণ, তুমি ভেজাও, শুধু নিজে
আগুন বুকে অশ্রু ছলোছলো!

এ যদি আসক্তি

এ যদি আসক্তি তবে কোটি জন্ম আরও আসবো যাবো।
যে মুহূর্তে রিক্সা বাঁকে মিলায় ট্রেনের শব্দ মেশে
অনন্তের হাহাকারে হাড়ের ব্রীজের পরপারে—
বৃষ্টি নেমে আসে আহা মুছে দেয় বিস্তীর্ণ প্রান্তর
শূন্য পথরেখা ঝাপসা জলে ভেজা সমূহ সংসার—
থরো থরো অশ্রু দুটি করজোড়ে জানায় প্রার্থনা ঃ
ও কিছু জানে না, কিছু, ওকে তুমি ভালো রাখো ওমা।

ঘর

তুমি চলে গেছ
তুমি আজ গেলে
তুমি কাল যাবে
তুমি পরশু।

তারপর

রেল লাইন কাঁপানো ট্রেনের শব্দ
জানলা দরজা কাঁপানো ট্রেনের শব্দ
রাতের গভীরতা ভাঙানো প্লেনের শব্দ।

তারপর

কলিংবেল
কড়া নাড়া
চিঠির বাক্স
ফোনের রিং।

তারপর

তোমরা সবাই ফিরে এসেছো।

হয়তো বাক্যহীন কোলাহলে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ ঘর।

এই

এই তার ব্যথা
এই তার ভয়
এই তার ভুল
এই তার কথা
এই তার জল
এই তার মাটি
এই তার পথ
এই তার নদী
এই তার বন
এই তার বাড়ি
এই তার ফেরা
এই তার তীর
এই তার ক্ষয়
এই তার ক্ষতি
এই তার জয়
এই তার জ্বালা
এই তার হাড়
এই তার শিরা
এই তার মণি
এই তার হাত
এই তার মন
এই তার শব
এই তার সব।

কবিতা অকবিতার মতো

আমার আসা আমার চলে যাওয়া
আমার ভালবাসা আমার ঘৃণা
আমার সুখ আমার দুঃখ
আমার ঘরগেরস্থালী আমার সন্ন্যাস
হাত ধরাধরি ক'রে চলেছে দেখ

পায়ের তলায় অনন্ত বিস্তীর্ণ পথ
মাথার ওপর অনন্ত ব্যাকুল আকাশ
সেগুনের ফুল ঝরছে
বৃষ্টি ঝরছে
জন্ম মৃত্যু ঝরছে
অনন্ত কাল

আমার সব আছে আমার কিছুই নেই
আমার অনন্ত জন্মমৃত্যু আমার জন্মমৃত্যু নেই
সহস্র সংকল্প বিকল্প আমার মন নেই

আমার কবিতা আমার অকবিতার মতো
আমার গন্ধেশ্বরী আমার কাঁসাইয়ের মতো

আমার

সবই তো আড়ালে। শুধু প্রতিরূপ চোখের সম্মুখে।
সবই তো গোপনে। শুধু প্রতিরূপ বুকের ভিতরে।
সবই তো ভ্রান্তির। শুধু মায়াময় জন্মের মৃত্যুর
মাঝখানে এ জীবন। আমার নিজস্ব কিছু নেই।

তবু

আমিও বলি মনে রেখো।
কারো মন নেই, তবু।
তাছাড়া আমাকে কেন মনে রাখবে।
তবু, সত্তা থেকে মিনতি ওঠে
মনে রেখো। মনে রেখো।

আমি তো বলিনি

আমি বলতাম
আমি কোনোদিন
ফিরে আসবো না

আমি বলতাম
আমি কোনোদিন
ভালো বাসবো না

আমি বলতাম
আমি কোনোদিন
তাকে ডাকবো না

আমি বলতাম
আমি কোনোদিন
হাত পাতবো না

আমি বলতাম—

দেখা হয়ে গেলে
কখনো কোথাও
দেখা হয়ে গেল
কথা বলবো না?

আমি তো বলিনি!

এই আনন্দ

এক একসময় এই আনন্দ উপচে পড়ে
মাটির পথে পথে ধুলোতে বালিতে
গড়িয়ে যায় গাছের পাতার গা বেয়ে
চুঁইয়ে পড়ে এক একসময় এই আনন্দ
আকাশময় নীল ব্যাকুলতায় গলে যেতে থাকে
দু'চোখের গভীর সজল অশ্রুবাষ্পে
ফোঁটা ফোঁটা এই আনন্দ বুকের ভিতরে
নামহীন ঢেউয়ের চূড়ায় থরথর করে এই আনন্দ
এক একদিন সবচেয়ে দুঃখী এক মানুষকে
সম্রাটের চেয়ে সৌভাগ্যময় ক'রে তোলে
তার সমস্ত শূন্য পূর্ণ করে উপচে পড়ে
জয় পরাজয় সফলতা ব্যর্থতার ওপারে
নিয়ে গিয়ে এই আনন্দ দেখায়
আর কিছু নেই আনন্দ ছাড়া কিছু নেই কোথাও!

মোহনা

এখন আর তোমাকে যখন তখন ডাকা চলে না
এখন আর সরাসরি তাকানো যায় না তোমার দিকে
এখন আর চিঠি খেলার দিন নেই তোমাকে
এখন আর সেই সকাল নেই সেই বিকেল নেই
সেই দুপুর নেই সেই সকাল দুপুর বিকেলের
আড়ালে দিগন্তহীন মাঠ নেই মাঠের ওপারে
সূর্যোদয় নেই সূর্যাস্ত নেই পথের দু'পাশে
পাতাঝরা গাছ নেই সেগুনের ফুল হিমঝুরির রাশ
এখন আর জীবন নিংড়ে মৃত্যু মুচড়ে সংসারকে
বুড়ো আঙুল দেখানো চলে না এখন আর
কল্লোল নেই কোলাহল নেই শান্ত মোহনা

গোধূলি

যা কিছু বলেছি এতোদিন
যা কিছু বলিনি এতোদিন
সব তুমি রেখেছো কুড়িয়ে!

আমাকে নির্ভার ক'রে রাখো
এইভাবে তুমি? এই ভাবে!

একথা জানাতে এত আলো
এত হাওয়া এনেছো গোধূলি?

যা কিছু দেখিনি কোনোদিন
যা কিছু বুঝিনি কোনোদিন
সব আজ ছড়িয়ে দিয়েছো!

আনন্দে পৃথিবী থরো থরো
আনন্দে আকাশ থরো থরো
আনন্দে অবশ মনোহীন

কী করে তোমার কাছে যাই
এতো বেশি কাছে থাকো যদি।

মা এখন

আর আমার হলো না মা, যাওয়া।
ওমা রবি! রবি! এসো বাবা—
আর আমার শোনা হলো না মা।

এখন সকালে তুমি এসে
হেসে হেসে ঘুম থেকে তোলো
সারাদিন আমাকে জ্বালাও
এই খাও এই পরো এসো
এখন ঘুমোই তোর কোলে
পথে পথে পাষাণে ধুলোয়

এখন বুকের এই তলে
লুকিয়ে কাঁদাও কতো ছলে।

ভালবাসার কথা ঘৃণার কথা

আমি ভালবাসতাম।
এই কথা লিখে রাখেনি কেউ।
স্তব্ধ পাষাণ মৌন তটরেখা মূক ও বধির বালুরাশি
আমি ভালবাসতাম।
এই কথা বলেনি তোমাকে কেউ।
নিঃস্ব নীল নিরন্ধ্র নীরবতা পর্যাকুল নদী।
আমি ভালবাসতাম।
এই কথা জানেনি পথ
পথের ধুলো ধুলোর হৃদয় হৃদয়ের পিপাসা।
আমি ঘৃণা করতাম
এই কথা সমস্বরে বলে
কয়েকটি গাড়োল—তোমার চারপাশে ঘিরে থাকা
কয়েকটি নপুংসক চেলা চামুণ্ডা।

যে কোনোদিন

যে কোনোদিন যে কোনোদিন যাবো।

তবে সেদিন বৃষ্টিমুখর রাত
তবে সেদিন সজল ঝড়ো হাওয়া
তবে সেদিন তুমি অকস্মাৎ
দেখবে আমার একলা চলে যাওয়া

যে কোনোদিন যে কোনোদিন যাবো।

তবে সেদিন কোথাও নেই কেউ
তবে সেদিন স্তব্ধ সব মেঘে
তবে সেদিন একটি মৃদু ঢেউ
তোমার বুকে উঠতে পারে জেগে

যে কোনোদিন যে কোনোদিন যাবো।

তবে সেদিন আঘাত অপমান
তবে সেদিন সমস্ত ক্ষয় ক্ষতি
তবে সেদিন করতলের দান
নিরভিমান ঝরবে কারও প্রতি

যে কোনোদিন যে কোনোদিন যাবো।

তবে সেদিন হবে না আর ভুল
তবে সেদিন পাবো না আর ভয়
তবে সেদিন চোখের জলে ফুল
ভাসতে ভাসতে হাসবে আকাশময়

যে কোনোদিন যে কোনোদিন যাবো।

তবে সেদিন বৃষ্টিমুখর রাতে
তবে সেদিন হে মৃত্যুসম্ভব
আমার প্রণাম রাখবো কবিতাতে
রাখবো আমার সকল কলরব

যে কোনোদিন যে কোনোদিন যাবো।

এক কথা

একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
কেন বলি? একই ছবি কেন?

জানি না। পথের নদী জানে
একই জল মনে হয়, মনে হয় শুধু।

কথা হল, মুহূর্তের স্রোতে
অনন্ত মুহূর্ত ধায়

আমার তোমার কথা যায়
পৃথিবীর সময় সীমানা

সব পাতা সব পথ নদী
সমস্ত জগৎ গ্রহ গ্রহান্তর জয়।

পরাজয়ও। পড়ে থাকে মন
সংকল্প বিকল্প ঢেউ।

সেই বলে একটাই কথা।
কথা হল, কীভাবে সে বলে?

আমি কোনোদিন কিছু আজও
বলিনি বলি না।

কে যেন আজ

কে যেন এই একলা পথে হাত রাখে এই কাঁধে
কে যেন এই ধুলোর বেড়ি পরিয়ে দু'পা বাঁধে
কে যেন এই বিকেল বেলা পেছন থেকে ডাকে
কে যেন এই রক্তচমক দেখায় মেঘের ফাঁকে

আমি তো তার নাম জানি না ধাম জানি না কিছু
হঠাৎ কেন কী কৌতুকে আমার পিছু পিছু
গ্রীষ্ম ফুরোয় বর্ষা ফুরোয় শরৎ এবং শীত
দুঃখে ব্যথায় একলা পথের সমস্ত সম্বিত

হয়তো অনেক সকাল গেছে দুপুর গেছে, তা কি
পড়বে মনে? রৌদ্রে জলে অনেক ডাকাডাকি
হয়তো কবে বিকেল হলো—আমি আপন মনে
হাঁটছি এবং হাঁটছি নদী পাহাড় টিলায় বনে

কে যেন আজ সারাটা দিন ছড়ায় ভালবাসা
জলের ঢেউয়ে কাশের বনে পথতরুর ছায়ায়
কে যেন আজ লিখছে ব্যাকুল ছন্দময়ী ভাষা
মেঘের সোনায় আকাশ উপুড় নীলের গাঢ় মায়ায়

একলা পথে সেগুন ফুলে ছেয়েছে আজ সব
কে থামালো, এক নিমেষে হাজার কলরব!

এমনভাবে

তুমি এমনভাবে এলে
যে কাউকে তা মুখে বলতে পারিনে।
তুমি এমনভাবে গেলে
যে কাউকে ডেকে দেখাতে পারিনে।
আসা যাওয়ার মাঝখানের লজ্জার ইতিহাস
চাবি দেওয়া রইল
হাড়ের সিন্দুকে।

যাওয়া

এত অনাগ্রহ ছিল যার
সে কেন কঠিন করতলে
নামটুকু রাখলো তোমার
ভাসিয়ে দিলো না স্রোতোজলে!

এত নিরুদ্বিগ্ন যার মন
সে কেন ব্যাকুল তোলে হাত
সারাদিন সে কেন এমন
চেয়ে থাকে বুকে তোলে রাত

এত নিষ্করুণ যার স্মৃতি
এত নিঃস্ব নীরব অতীত
এত প্রথাসিদ্ধ প্রিয় রীতি
যার তার এভাবে উচিত

সহসা সমস্ত দরজা খুলে
চ'লে যাওয়া এই চ'লে যাওয়া?
পৌরাণিক প্রিয় ফুলে ফুলে
বাগান কি কাঁদে রাতে হাওয়া!

আকাশ পাতাল

বলতে বলতে পথের শেষে এসে
দাঁড়ায় হেসে অকাল গোধূলি
আর মেঘেদের রক্তে ভেসে ভেসে
পাতাল থেকে টানছে ওগুলি

জন্মজলে প্রোথিত ভুল ভয়
মৃত্যুজলে দিব্য ভাসমান
পথের শেষে কী হয় না হয়
আমরা কিছুই জানিনি বাপজান

যাবার মালিক গিয়েছি দিনরাত
হাঁটার মালিক হেঁটেছি সক্কলে
পথ গিয়েছে পেরিয়ে গিরিখাত
পথ গিয়েছে গভীর জঙ্গলে

এসব কিছুই কথা ছিল না ভাই
এসব কিছুই কথা ছিল না বোন
ফুরোয় যাদের নুন আনতে পান্তাই
আকাশ পাতাল সমান যে এখন।

অপত্য

হয়তো ঝলমল করবে চাঁপা রোদে আশ্বিনের দিন
অথবা বৃষ্টির নীল নখরাঘাতের ছেঁড়া রাত
কিংবা দিন রাত্রি নেই মাস বর্ষ মন্বন্তর নেই
শুধু একটি অশ্বত্থের সহস্র বাহুতে থাকবে বাঁধা
একটি গ্রামের বাস্তু পোড়ো জমি মজা দীঘি খাল
হয়তো অনেক জন্ম ভেঙে উঠে আসবে এক মানুষের মায়াবী কঙ্কাল।

তাকে আমি আরও একবার কথা দেব। তারপর
হাজার বছর যাবে। দেখা হবে। মণিহীন করোটিতে তার
আবার আবার আমি ঢেলে দেব অন্ধ অপত্যের অঙ্গীকার।

তার হাতে

এরও নাম মৃত্যু। তুমি অকারণ ভয় পাও। ত্রাসে
দূরে স'রে যেতে গিয়ে দাঁড়াও দাঁড়াও ঠিক পাশে।
কণ্ঠলগ্ন হয়ে হাসো। তোমার প্রেতের রাত্রি দিন
পৃথিবীতে রেখে যায় অন্ধবীজ কোটি কল্পঋণ।
এরই নাম সংস্কার। স্থূলে সূক্ষ্মে অস্তিত্ব তোমার
আগুনে পোড়েনা জলে ভেজেনা বিনষ্ট হয় না আর
লাকে লোকান্তরে কাঁপে আলোছায়া মেঘ
জন্মের মৃত্যুর চেয়ে দীপ্যমান এক অন্ধবেগ
তারও নাম মৃত্যু। তুমি যেখানেই স'রে যাও দ্রুত
তোমার সর্বাঙ্গ জেনো বাঁধা আছে তার হাতে সূতো।

আমাদের দিনরাত্রি

এই রকমই—এভাবেই একা হয়ে যেতে হয়।
হিমাদ্রি যায় বুলু যায় রাকা যায় সৌম্যও
সমস্ত ঘরে দোরে স্তব্ধ দুপুর মৌন বিকেল
মূক সকাল ঘুমন্ত রাত—।
তুমি স্কুলে যাও আমি একা।
আমি স্কুলে যাই তুমি একা।
সন্ধ্যাটুকু দেখা হয় দুজনে
বাগানে উঠোনে বারান্দায় ছাতে
ব'সে দাঁড়িয়ে ব'সে দাঁড়িয়ে ব'সে একসময়
ন'টা বাজে। হাওয়া বয়। অন্ধকার মর্মর
একসময় ঘুম পাড়িয়ে যায়।
তোমার অসহায় বিষণ্ণ করুণ মুখে
ছেলেমেয়েদের জন্যে শূন্যতা
আমার বিষণ্ণ করুণ মুখে
ছেলেমেয়েদের জন্যে হাহাকার
দেখে রাত্রি নিশ্চুপ পাশ ফিরে শোয়
পাতা ঝরার শব্দ পাতা ঝরার শব্দ আর পাতা ঝরার শব্দ
রাত্রিকে কিছুতেই ঘুমোতে দেয় না।

আলেয়া

কিছুতেই মনে রাখবো না
মুছে ফেলে দেবো সব স্মৃতি
যতো বলি ততো আনাগোনা
বাড়ে তার—এ কেমন রীতি!

দেখা করবো না কোনোদিন
কথা বলবো না দেখা হলে
যতো বলি ততো মনোহীন
স্নেহকলরবে চোখে জলে!

একা বহু দূরে চ'লে যাই
বেড়ে ওঠে ক্রমে ব্যবধান
অবাক যেদিকে শুধু চাই
তারই চোখ শুধু তারই গান!

এবার সমস্ত শেষ হবে
যার নেই আর কোনো শুরু
কী হবে তোমার নামে তবে?
তুমি থাকো। ওকি গুরুগুরু

শ্রাবণ মেঘের? ওকি জল?
ওকি ঝরে কামিনী? ও কেয়া
আমি চ'লে যাবো ব'লে ছল?
ভালবাসা তাহলে আলেয়া!

ভালবাসা

ছিঁড়ে গিয়েছ মালা তবু
দরজা খোলা আছে।
দ'লে গিয়েছ জ্বালা তবু
দরজা খোলা আছে।
জ্বেলে গিয়েছ এখন তবু
দরজা খোলা আছে।
মিথ্যে কথার রাজা তবু
দরজা খোলা আছে।
ভুলে গিয়েছ সবই তবু
দরজা খোলা আছে।
ফেলে গিয়েছে নিজেকে তাই
চৌকাঠে হাত তাকাই।

বারোমাস

বাঁকুড়ায় পড়ে আছি বন্ধুরা কলকাতা দুর্গাপুরে
আত্মীয় স্বজন আরো বহু দূরে। কেউ কখনো লেখে
কেউ কখনো ফোনে স্বল্প শব্দ রেখে মুহূর্তে মিলায়।
এমনকি ছেলেমেয়ে সংসারে একাকী একলা ফেলে
সুদূর বিদেশ থেকে অন্য কোনো দেশে চলে যায়।
আমরা সকালে দেখি ফুল ফুটেছে বিকেলের আলো
ছড়িয়ে গিয়েছে মাঠে মেঘে জলে গাছের পাতাতে
আমরা দুপুরে দেখি ঘু ঘু ডাকছে কেমন মন্থর
রাত্রে দুটি ঋতু এসে বারোমাস গুনে যায় খ্যাপার প্রহর।

নাম

সে বহু দূরের গান। শুধু তার নামের হাড়ের
কঙ্কাল গ্রন্থির মালা হাতে ও গলায়।
সে বহু দূরের গান। শুধু তার স্তবের পংক্তির
শুকনো উচ্চারণ। শুধু কম্বলের ধুলো।
তেতো কমণ্ডলু। গুহা। পদ্মবীজ। সুদূর সুন্দর।

শুধু মাঝে মাঝে পথে প্রপন্নার্তিময়
শুধু মাঝে মাঝে জলে ছায়া পড়ে ছায়া
শুধু মাঝে মাঝে কার্যকারণতাহীন
আশ্চর্য আনন্দধারা ধুলোতে বালিতে ঝ'রে যায়।

জীবন যে এত ছোট সে কথা সে জানালো এখন
জলমগ্ন ব্যাকুল বিকেলে। সব ফেলে
হৃদয়কমলে তার মুখ দেখা—দ্রুত সন্ধে নামে
মুছে সব অন্ধকার দু'হাতে সমস্ত কিছু মোছে

আর জ্ব'লে ওঠে আলো ছায়া পড়ে ছায়া পড়ে ছায়া
সুদূর সুন্দর কাঁপে আনন্দ-উন্মাদ চোখে ধারা
যে বহু দূরের গান তার নাম শুধু তার নাম
পদ্মের মতন স্নিগ্ধ ফুটে ওঠে
চিন্ময় আলোতে।

আগুনের কাছে

যেতে যেতে আগুনের কাছাকাছি এসো
এরকমই পৃথিবীর পুরনো নিয়ম।
কে বলেছে পোড়ে না কে বলেছে পোড়ে না?
ওকে সর্বভুক তবে নাম দেওয়া কেন?
তাহলে অগ্নয়ে স্বাহা ব'লে কেন সমস্ত সমিধ
তাকে সমর্পণ বলো?
পোড়ে সব পোড়ে
ঝরোকা অলিন্দ শ্বেতপাথরের সমূহ প্রাসাদ
সমস্ত স্বর্গের সিঁড়ি পাতালের পথ

হাড়ের সমস্ত মালা পাড়ের সমস্ত জনপদ
নিরন্ধ্র নিবিড় কক্ষ নিশ্ছিদ্র দুর্গের
সমস্ত প্রারব্ধ সূক্ষ্ম সঞ্চিত তোমার—

তুমি যেতে যেতে ঠিক এসে যাবে আগুনের কাছে
আমি যেতে যেতে ঠিক এসে যাবো আগুনের কাছে

জয়ের শিবির ছেড়ে পরাজয় ভুলে
ওইখানে আমাদের দুজনের দেখা হবে জেনো।

আমার

এগুলি সব তোমার
আমি আমার কিছু রাখিনি
খোলাই আছে সবই
কিছুই কখনো আমি ঢাকিনি

এগুলি সব তোমার
আমি কুড়িয়ে নিয়ে এসেছি
বুঝিনি কিছু কখনো
শুধু অকারণেই বেসেছি

কাকে যে ভালো কে জানে
নাকি সে এসে সব শেখাবে
জানি না আমি জানি না জল
ঝাপসা ক'রে কিভাবে বলো লেখাবে?

এগুলি সব তোমার
দেখ মুঠোয় আমার দিনান্ত
এখুনি নেবে এ আলো
তারই পতাকা মেঘে নিশান তো!

এগুলি সব তোমার
সব তোমার সব তোমারই
রূপকহীন প্রতীকহীন
ব্যঞ্জনাহীন সবই সে অনুপমারই

দিনান্তে

দিনান্তে এক টুকরো আকাশ
এক ফালি রোদ্দুর
সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাবো
অনেক অনেক দূর।

তা কেন এই দিনান্তে ভাই
মস্ত বড় দিন
কোথায় গেল? এই অবেলায়
পথ বড় সঙ্গীন।

তা হোক আমার ভয় কি আমি
ন হন্যতে। তবে?
এই সাহসেই দিন কেটেছে
বলির মহোৎসবে।

এদেশে রাত দিনের মধ্যে
বিভেদ কোথায়? শুধু
এক বেলা খায় আড়ালে সব
আর এক বেলা ধূধূ।

রাকার জন্যে

কেউ গেলে কেউ চ'লে গেলে
জানলায় এসে বসে পাখি
বারান্দায় উড়ে পড়ে পাতা
উঠোনে কাঁপে গাছের ছায়া
আর একটা মন্থর মেঘ
খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে কার্নিশ থেকে তাকিয়ে থাকে।

কেউ গেলে কেউ চ'লে গেলে
পথ কেমন নিঝুম শান্ত হয়ে যায়
এলোমেলো হাওয়ায়
সেগুনের ফুল ঝরতেই থাকে
অন্যমনস্ক রাতের আলো
ল্যাম্পপোস্টে জ্বলতেই থাকে
অবলীলায় রাস্তা পেরিয়ে যায়
এক মেষশাবক।

কেউ গেলে কেউ চ'লে গেলে
কয়েকদিন একটানা সেতার বাজায়
একটা নির্জন সংসার।

আমার জন্যে

তোমার আঁচল খসে গেছে।
এত বড় কাণ্ড তবু তুমি অন্যনমস্ক রয়েছো!

হে অনন্যচিত্তা, তুমি আমাকে শেখাও
এরকম হতে।

যে তোমার যোগক্ষেম বহন করে সে
তোমার প্রার্থনা শুনবে না?

একবার আমার জন্যে বলো।

নীল কুঠুরিতে

কোলাহলে সব যায় ঢাকা
বেড়ে যায় একা হতে থাকা

ছায়া স'রে যায় বহু দূরে
ঘরে ফিরে আসে ঘুরে ঘুরে

ম্লান হয়ে আসে ওই আলো
জাগর প্রদীপখানি জ্বালো

এলোমেলো হাওয়া কালো মেঘ
জল পড়ে জলে বাড়ে বেগ

আমপাতা নিমপাতা ওড়ে
সব পথ ভাঙেচুরে ঝড়ে

বাইরে কি কোলাহল আজ
জগাই ও মাধাই সমাজ

সব ঢাকে সব কিছু ঢাকে
একা হয় একা হতে থাকে

একজন নীল কুঠুরিতে
কিছু ভুল ফুল ক'রে দিতে।

সাঁকো

তোমাকে হাতে ধ'রে সাঁকো পার ক'রে দিই।
তুমি যেতে যেতে কেন আমার মুখে তাকাও?
তুমি ওপারে গিয়ে কেন আমার কথা ভাবো?
আমার আনন্দ। এই আমার আনন্দ সখী।
তুমি বৃথা উদ্বেগে কষ্ট পাও ওখানে
অনর্থক নষ্ট করো মণিদ্বীপের মুহূর্ত
তুমি চঞ্চল হলে আমার ধ্যান ভেঙে যায়
আমি আমার সখার সঙ্গে একাত্ম হতে পারি না
ভালোভাবে দেখতে পাই না তোমার
আনন্দপদ্মের পাপড়িগুলির দল মেলে দেওয়া
শুষে নিতে পারি না সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে
ওই পবিত্র আনন্দরস আনন্দজল আনন্দআগুন।
রূপকপ্রতীকহীন এই ভালোবাসার কথা
লিখে রাখে দেবকবি শিখে নেয় দেবী নর্তকী
কোনোদিন কোনো দৈবী মানুষ হয়তো বুঝতে পারবে
হয়তো প্রবর্তন করবে পৃথিবীতে একদিন
অথবা পারিজাতের মতো ফুটে ঝ'রে যাবে সব।
আমি শুধু হাতে ধ'রে তোমাকে পার দিই সাঁকো।

আবহমান

বৈচিত্রহীন ফুলের মতো ফুটে ওঠো
ঝ'রে যাও ফুটে ওঠো ঝ'রে যাও ফোটো
এই তো বৈচিত্র। এই তো লীলা।

সংস্কার

জানি কোনো দাম নেই, তবু
জানি কোনো পরিণাম নেই, তবু
জানি কোনোদিন ..., তবু
এ ছাড়া মুক্তি নেই পরিত্রাণ নেই।

বহুদিন

বড় বেশি মাতৃহীন দাঁড়িয়ে রয়েছি নদীতীরে
আকাশে গম্ভীর মেঘ মৃত্তিকায় কাঁটা
মা, আমি কোথায় যাবো কোথা আসবো ফিরে
মাতৃহীন অন্ধকারে সমস্ত দরজায় খিল আঁটা

তাহলে কি পথই সত্য তাহলে কি পথই শেষ হলো
সমূহ সংসার খায় নদীস্রোত শুধু পথ ছাড়া
পথের কুটিল কালো হিংস্ররাত দগ্ধদিন, বলো
মা, তুমি, দুঃস্বপ্ন বাছা, ধৈর্য ধরো একটুখানি দাঁড়া

তোমার স্নেহার্তকণ্ঠে আজ যেন বিদ্যুৎ চমকায়
যেন বৃষ্টি নেমে আসে যেন তারা ফোটে একটি দুটি
যেন মহদ্ভয় যায় সমস্ত সংশয় উড়ে যায়
বাউল বাতাসে ওমা আনন্দে পৃথিবী লুটোপুটি

দাঁড়িয়ে রয়েছি একা অন্ধকারে অন্ধনদীতীরে
মাতৃহীন বহুদিন বেদনার অকূল তিমিরে।

এও কি হতে পারে

এও কি হতে পারে এও কি হয়
আমাকে হাতে তুলে দিয়েছো জয়
এও কি হতে পারে এও কি হবে
তোমাকে পাবো আমি অননুভবে
এও কি হতে পারে এও কি হলো
জীর্ণ ডানা দুঃস্বপ্ন পেরোলো!

মূককে মুখরতা দিলেই যদি
সে যেন পারে সব শেষ অবধি
দিলেই যদি তাকে মাটির হাতে
অমৃত-যন্ত্রণা, সে যেন তাতে
ফোটায় ফুল নিয়ে পাথর বালি
এও কি সম্ভব হে বনমালী!

এও কি হতে পারে এও কি হয়
সহসা চন্দন করে মলয়
এও কি হয় বলো এ হতে পারে
ভাবিনি যাকে সে আসে এ দ্বারে
আনে সে করতলে অসম্ভব
আমার সবকিছু আমারই সব!

যাদু

তোমার যাদু দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত।
এবার একটু মাধুর্যলোকে নিয়ে চলো।
যেখানে তোমার বিরহে আমার জন্ম জন্মান্তর
তোমার মিলনে আমার জন্ম জন্মান্তর
মগ্ন হয়ে আছে লগ্ন হয়ে আছে সখা।
বহুকাল আমি ওই মুখ দেখিনি
একবার তোমার শ্রেষ্ঠ খেলাটা দেখাও আমাকে
সমস্ত পাপপুণ্য ছিঁড়ে সংস্কার মুচড়ে
অভিমানের পাহাড় ফুঁড়ে আমাদের দেখা হোক!

আর যেন

আর যেন না ফিরে আসতে হয়
আর যেন না ফিরে আসতে হয়।
কোটি কোটি বার ফিরে এসে আমি ক্লান্ত।
ফিরে আসি আর চ'লে যাই
চ'লে যাই আর ফিরে আসি
আর চ'লে যাই আর ....
আর যেন ... মা তোমাকে ছেড়ে
ফিরে আসতে না হয় কখনো ...

ফুল

সহসা সুগন্ধ ফুল হেসে বলল ভালবাসো শুধু।

ছুটির শেষে

দেখতে দেখতে ছুটি শেষ হয়ে এলো
আজ দুপুর বড় মেঘলা
গুড় গুড় ক'রে চলেছে আকাশ
বাতাস নেই গুমোট
বৃষ্টি হবে
ডানা গুটিয়ে বসেছে পাখিটি
দূরে কোথায় গরুর ডাক
গ্রীলের কারখানায় লোহা পেটানোর শব্দ
ট্রেনের হুইশল
মফস্বল শহরের দুপুরের মন্থর প্রহর
দেখতে দেখতে বিকেল নেমে আসবে
দেখতে দেখতে সন্ধে
আমার ছুটি শেষ হয়ে এলো

এবং এই কথা লিখতে লিখতে
এক গভীর শান্ত স্তব্ধ অন্ধকার উদ্ভাসিত হলো
একটা ভয়—আলোর প্রার্থনা
কান্নার মতো গলায় আটকে রইলো শুধু।

লুকোচুরি

আমাকেও এবার লুকিয়ে পড়তে হবে।
তুমি খুঁজে ব্যাকুল হবে মা?
যেমন তোমাকে খুঁজে আমি হয়েছি?
আমাদের লুকোচুরি খেলা
কুড়িয়ে রাখবে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত
পৃথিবীর পুরনো শারদ পূর্ণিমা।

ক্লান্তি

আজকাল বড় ক্লান্ত লাগে
মনে হয় ঘর থেকে আর বেরোতে না হয়
কথা বলতে না হয় কারো সঙ্গে
দেখতে না হয় কুটিল সব মুখোশ
শুনতে না হয় শুধু আনকথা
বড় ক্লান্ত লাগে মা

সব যদি যায়

সব যদি যায় ঘুরে
তোমার দিকে এমন
বৃষ্টিতে রোদ্দুরে
দাঁড়িয়ে আছে যে জন

তার কী হবে? এবার
উজানে বও নদী
অনেকদিনই এ ভার
জল সয়েছে। যদি

সব খুলে নাও তা কি
ঠিক হবে এক্ষুনি
অনেক সিঁড়ি বাকি
তার কী হবে শুনি?

লজ্জানত গ্রাম
পাঁজরভাঙা শহর
কোথাও নেই নাম
জীর্ণতর প্রহর

সবুজবিহীন বন
উচ্চতাহীন টিলা
মানুষবিহীন মন
টান করা সব ছিলা

সব যদি যায় ভেসে
তোমার দিকে তবে
আকাশ কি উদ্দেশে
ফোটায় তারা টবে!

বাড়ির মেজ বউ
দেয়ালে দেয় ঘুঁটে
পাখি বলুক কও
সব কথা যায় টুটে।

তোমার দিকে তোমার
শুধুই তোমার দিকে
মুঠোয় বাঁধা জমার
ঘর ফাঁকা সব শিখে।

হয়তো

হয়তো দেখা হবে হয়তো আমি যাবো
নয়তো তুমি এসে দেখবে কেউ নেই
অথবা দুজনেই দেখেও কাউকেই
চিনতে পারবো না। কেউ কি ব্যথা পাবো?

এমনই এরকমই কাহিনীহীন কোনো
গল্পে লেখা থাক অলীক দুঃখের
শ্রাবণঘন রাত। পৃথিবী মূর্খের
স্বর্গ রচনায় ব্যস্ত থাক। শোনো

তোমার নাম আমি পাঁজরতলে রোজ
জ্বালিয়ে চেয়ে থাকি পৌরাণিক শ্লোকে
আবহমান এক নদীর জললোকে
হয়তো তুমি পাবে আমারও কোনো খোঁজ

আমরা বস্তুত এভাবে এই ভাবে
আসি ও ফিরে যাই আসি ও ফিরে যাই
মিথ্যে নামে রূপে, আসা ও যাওয়াটাই
মস্ত ফাঁকি ঢাকা মায়াবী কিংখাবে

কেবল পৃথিবীর ব্যাকুল ক্রন্দন
কেবল পৃথিবীর গভীর ভালবাসা
কেবল পৃথিবীর মায়াবী এ পিপাসা
ফোটায় ফুল গাছে ঝরায় চন্দন

হয়তো দেখা হবে নাও বা হতে পারে
অন্বেষণে তবু হন্যে হওয়া এই
অমল কাহিনীর কেউ তো শোনাবেই
কাউকে কানে কানে অকূল পারবারে

গন্ধরাজ

কিছুতেই আজ কিছুতেই আজ থামে না জল
ছলাৎছল
ঝোড়ো হাওয়া কাঁপে মাটিতে লুটিয়ে বেদনা সব
কী নীরব
এরকমই এক অন্ধ অতীত বধির রাত
অকস্মাৎ
বুকে উঠে আসে শুয়ে থাকি ভয়ে নির্বিকার
অন্ধকার
রক্তে কাদায় পড়ে থাকে দেহ হাড়পাঁজর
অনশ্বর
আমি খুঁজে ফিরি বরাভয় তবু রাত্রিদিন
দেহবিহীন
তারা ছিঁড়ে পড়ে আকাশ মুচড়ে রক্তমেঘ
ভীষণ বেগ
প্রেতায়িত হাত করোটি কুটিল করেছে ভিড়
কী নিবিড়
কিছুতেই যেন কিছুতেই আজ মিটে না তার
এ হাহাকার
আকাশে মাটিতে মেলে ধরে তার ওষ্ঠপুট
এই অটুট
দেহ শুষে নিতে দেহের ভিতরে গভীর বন
সুপ্ত মন
হিংস্র জাগাতে চেপে ধ'রে তার পিপাসামুখ
আঃ কি সুখ
আঃ কি তীব্র গরল আহা কি জটিল জল
ছলাৎছল
কিছুতেই আজ কিছুতেই আজ থামে না আজ
গন্ধরাজ

বড় বেশি জানা

বড় বেশি জানা হয়ে গেছে তাই শুয়ে আছি চোখ বন্ধ।
ওরা ভাবে গেছে, হাসে উল্লাসে পথে পথে মারে জেল্লা।
কেউ কি বোঝে না অন্তত নিজে নিজের ভালো ও মন্দ?
এখন কি বলো চলে হে লড়াই বাঁধিয়ে বাঁশের কেল্লা।

কানেই শুনেছ দেখেছ কখনো হয়ে আছো তো প্রমত্ত
বিরোধীপক্ষ বলেই বলবে চুরি হয়ে গেছে শান্তি?
মেধাবী পশুও আজ দিতে পারে নব্যপথের তত্ত্ব
দর্শন দর্শনই হোক তা না যথাযথ বা সে প্রাপ্তির।

বলেছি তো, যদি বলো চতুরতা যদি বলে একে ধূর্ত
তাতে কি, আমি তো কখনো কিছুই নিচু হয়ে তুলে নিইনি
আমি তো নিজের নীল কুঠুরিতে আর তথাগত মূর্ত
নিজেকে নিজের কাছে কোনোমতে এখনো বিকিয়ে দিইনি।

এখন পৃথিবী পালন করবে শুধু দাসত্ববর্ষ
কবিতা লিখবে সভাধিপতি ও সন্ন্যাসী একই সঙ্গে
কাম কামই, হোক তা না সমাসম মর্ষ বা অমর্ষ
বড় বেশি জানা হয়ে গেলে এসো আমার এখানে বঙ্গে।

অগোচর

আমার খিদে মেটানোর জন্যে নীচে নেমে গেলো
শিকড়
নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল ক'রে সবাইকে সব দেখতে দিলো
আলো
আমার পামীরপ্রমাণ দুঃখ বুকের ভিতরে তুলে নিলো
সত্তা
আমি ওদের স্পষ্ট দেখতে পাই না
ওরা কি আমাকে ঠিক ঠিক দেখতে পায়?
এই প্রশ্ন করতেই
সেই পাথরের পাখিটি
আমার অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় এক দিগন্তের দিকে উড়ে গেল
ঘাঁড় গোঁজ ক'রে আমার দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা

ক্রীতদাসের মতো আমার খিদেকে
তোমার খিদে নেই? বলতে
সে দুদিকে মাথা নাড়লো
বিস্ময়ে দ্বিধাবিভক্ত আমি
স্পষ্ট দেখলাম আমার
স্থূল সূক্ষ্ম কারণ
অনন্তকালের ভারে বৃদ্ধ
তার হিংস্র খিদে মেটানোর জন্যে নীচে নেমে যাচ্ছে শিকড়
সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে তাকিয়ে থাকছে সত্তা
অগোচরে থেকে আলোকিত ক'রে তুলছে জগৎ।

উন্মোচন

এইভাবে এসে যখন তখন
সম্মুখে এসে দাঁড়ালে
এত কোমলতা স্নেহার্ত দুটি
বাহু তুলে তুমি বাড়ালে

এ মাটির ঘর গ'লে পড়ে যাবে
তখন বলো কী করবো
গলিত হস্তে কী করে তোমার
ওই করতল ধরবো

আমি বেশ আছি কাঁটালতা খেয়ে
কষ বেয়ে পড়ে রক্ত
এ সংস্কার সহস্রবার
সত্তায় অবিভক্ত

রহস্যময় খেয়ালে এভাবে সহসা
স্মরণাতীত
তুমি যদি টানো আমার এ জল
কাঁপে অপ্রবাহিত

কতোটুকু জানো? সবকিছু! তবে
দেখ এই হাত তুললাম
কোটি কোটি বার পোশাকে ঢাকা এ
অনীশাত্মাকে খুললাম।

অনভিপ্রেত

কেঁচোর পৃথিবীর
মাটিতে ধীরে ধীরে
আমিও মিশে যাই
কীটের পৃথিবীর
জলে ও ধীরে ধীরে
আমি যে মিশে যাই
মেঘের পৃথিবীর
আকাশে ধীরে ধীরে
আমি তো মিশে যাই

ভীষণ ধীরে ধীরে
তোমার দুটি পায়ে সভয়ে উঠে যাই

মাটিতে মেঘে জলে
হুলুস্থুল চলে
কী যেন কৌতুকে
পিঁপড়ে চলে টুকে
রূপক সংকেত
আমারই জানা নেই
আমারই জানা নেই
অনভিপ্রেত

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার।

দলের ভিতরে একা পাপড়ির আড়ালে
সঙ্গোপনে যতোই থাকুক—একদিন
প্রকটিত হয়ে ওঠে ফুলের জীবন।

সুরের গভীরে তান লয়ের গভীরে
লুকিয়ে থাকুক গান—এক একসময়
মর্মকে দুলিয়ে দেয় নিজে দুটি হাতে।

নাই বা দেখালো মুখ ঢাকুক ঢাকুক
একদিন খুলে যায় সব মূর্তিমতী স্তব।
লেখা থাকে ঃ একমাত্র একান্ত তোমার।

সমস্ত আকাশ মুচড়ে মাঝে মাঝে ঝরে
ভাসাতে সমস্ত পথ ডোবাতে সকল সীমারেখা।
লেখা থাকে ঃ খালি হাতে এসো।

ছানিপড়া চোখে জল টলোমলো মা কি
আমার সমস্ত পাপ চেয়ে দেখবে না!

একদিন এ শরীর ফেলে তবে কার কাছে যাবো?

মাঝে মাঝে স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার।

রজত জয়ন্তী

হাতে হাত নাচো
রজত জয়ন্তী।

উপচাও ভাঁড়
রজত জয়ন্তী।

উঠে এলো গ্রাম
রজত জয়ন্তী।

লুঠ হলো গ্রাম
রজত জয়ন্তী।

গায়ে ও গতরে
আহা রে শহর
রজত জয়ন্তী।

নিজের বিপদ
নিজে ডেকে বাঁচো
কবি, তুমি একা!
রজত জয়ন্তী।

দূর

এটুকু বোঝার জন্যে এতদূর? বোঝানোর জন্যে এত দূর?
কই ম্লানকান্তি ওই রোদ্দুর বা প্রবাদের পাখি
গাছের বিকীর্ণ পাতা পাতার গা বেয়ে পড়া জল
সহজ সরলভাবে বলে তো গোপন কিছু রাখে না তেমন!
কিছুই লুকোয় না পথ পথের পিপাসা তার ত্রাস
বাতাস আভাস দেয় সে আর আসবে না কোনোদিন
বৃষ্টি লেখে ঃ যাও, তুমি বাইরে যাও সিঁড়িতে থেকো না।

আমার তো কষ্ট হয় না বুঝে নিতে ধুলোদের ভাষা
ছেঁড়াপাতাদের গল্প ঘুঁটেকুড়োনির সুসংসার
ঠকে যাওয়া মানুষের অস্পষ্ট অপেক্ষমান মুখ
মূক ও বধির গ্রাম জটিল শহর তীব্র আনুগত্যবোধে
পাথরের শ্বাপদসঙ্কুল জনপদ।
তবে এত দূরে নিয়ে আসা কেন?
এত ভুল ভেঙে ভেঙে? এমন আঘাত ভেঙে ভেঙে?
এমন রহস্যপ্রিয় এমন কৌতুকপ্রিয় কাউকে দেখিনি।
তাহলে এ ভার যাক এইখানে। ফলকে ঃ একান্ত ব্যক্তিগত
তারপর আর নেই, ধূ ধূ রুক্ষ কাঁটা জমি সহমৃতা নদী
আকাশ মাটির ঠোঁটে ম্লান হাসি জঙ্গলের গিঁট
পামীরপ্রমাণ ভয় বৃষ্টিরেখা গ্রীষ্মের দহনরেখা ঢেউ
কেউ কোনোখানে নেই দেখে নেবে
এত দূর এত বেশি দূর

আগুনে জলে

আমি জলে ভিজে যাই আগুনেও পুড়ি
তুমি কথা না ব'লে যে কেবলই তাকাও?
তাহলে এমন পাশাপাশি থাকা কেন
এরকম বসবাস?
আমি জলে ভিজি
পুড়ে যাই আগুনে। এ শিরার শরীর
ভালবাসো কেন? যদি না আমাকে নেবে
তোমার ভিতরে এই সাঁকো ভেঙে দিয়ে।

প্রতিটি ধুলোর মধ্যে বুনে দাও বীজ
গিঁট বেঁধে দাও সব শিরাতে শিরাতে
মিশে থাকে মুহূর্তের অণু পরমাণু ঘিরে ঘিরে
ভালবাস মানুষের শরীরী হৃদয়।

এ কী খুব ভালো লাগে? আমার শিকড়
আকাশ মাটিকে শুষে অন্তহীন শাখাপ্রশাখার
খিদে মেটানোর জন্যে ধাবমান তোমার দিকেও
শুধু কূটসুকৌশলে স'রে যাও চক্ষুর মায়াতে।

অপারেশন

আমার ভাই যায়
আমার বোন যায়
দুয়োরাণীর ছেলে

আমার ভাই আসে
আমার বোন আসে
সুয়োরাণীর ছেলে

আমার ভাই বোন
তোমার ভাই বোন
অনেকদিন আর
আসে না যায় না

ভীষণ ভুল ক'রে
ভীষণ ভুল ক'রে
করেছো
অপারেশন!

জলে ও আগুনে আমি। সারি সারি সহস্র পোশাক
পুড়ে আর উড়ে আসে পুড়ে আর উড়ে উড়ে আসে
তোমার পলকহীন চোখের মণির অন্তহীন
আলো পড়ে ছায়া কাঁপে ছায়া কাঁপে ছায়া।

মনে রেখো

আমার ধান বর্গাদারে খায়
কোথায় রাশ? তাহলে ঠেলবে কী।
আমার দায়? কোথাও নেই দায়—
বলো কেবল আমাকে ফেলবে কী?

'এখানে যারা আসবে যেন হয়—'
শ্রী-মর লেখা এই তো কথামৃত
আসবো—আমি আসবো প্রভু, ভয়
শুচিতা নেই হয়েছে অপহৃত

অনেকদিন করিনি আমি স্নান
আহার নেই পানীয় নেই আজ
কণ্ঠে কেবল একটি ছোট গান
নামের—বলো ওতে কি হবে কাজ?

মূর্খ কবি, কী রাশ ঠেলে দেবে
নষ্ট কেন করবে কিরণ রেখা
আমার ধান বর্গাদারে নেবে
তোমার ধান তার তো পাবো দেখা

'এখানে যারা আসবে যেন হয়'—
একথা মনে রেখেছো ওমা, ওমা?

খুশি

যা খুশি তাই লিখব
আমার কোনো দায় নেই
যা খুশি তাই শিখব
আমার কি না মানলেই

সহজ কথায় সব তো
বলার মতো শক্তি
চাই থাকা আর নয়তো
কেবল রক্তারক্তি

ভালো এবং মন্দ
দুই হাতে দুই জনকে
নাচাই দিয়ে ছন্দ
চোখ ঠারি এই মনকে

আমার ভাঁড়ার বৃষ্টি
আমার ভাঁড়ার নিঃশ্বাস
এ সংসারে সৃষ্টি
কবির শুধু বিশ্বাস

আমার কোনো দায় নেই
আমার কোনো খৎ তো
সিংহাসনেও সায় নেই
উড়ে বেড়াই মত্ত

যা খুশি তাই লিখব
আমার নিজের শব্দ
তোমার কাছে শিখব
করতে হতে জব্দ

এবার

যে কোনো মুহূর্তে পারি
দেখতে, তবু ইচ্ছে করেই
যাই না কাছে।
যে কোনোদিন
যেতেই পারি তোমার সঙ্গে কেদারবদ্রী
বলতে পারি আমার যে আর ফুল ফোটে না
শস্যবিহীন অন্ধকারে
প্রপন্নার্তি
ইচ্ছে করেই জানাই না আর।
অভিমানের পাথর তুলে পাথর তুলে
পামীরপ্রমাণ আড়াল
এবার
অস্তাচলের রক্তছটা ছড়িয়ে পড়ছে
গাছে গাছে মেঘের ওপর
মনের ভেতর
তোমার ওপর রাগ ক'রে আর ইচ্ছে ক'রেই
এবার আমার বলা হলো না
অনেক কথা মনের কথা গোপন কথা
যেমন জানায় মৌন মাটি মাটির ঘাসে
তরুলতায় না ফোটা ফুল বৃষ্টিরেখা
যেমন জানায়
ব্যাপক ব্যাকুল শূন্যতা নীল
মুচড়ে আকাশ
এবার আমার দেখা হলো না
মনের মতন হৃদয় ভ'রে
যদিও মুহূর্তে পারি

আবার আমায় আসতে হবে
কিন্তু তুমি সেই তুমিহীন বিশ্বে আমার
বাঁচার উপায়?
কেউ কি জানো? কেউ কি?
বলো। থাকবো ঋণী অনন্তকাল।

ঘাস

এলে। সেই এলে। কিন্তু
পড়ন্ত বেলায়।
এখন এ মন দিতে কষ্ট
হবে তোমার খেলায়।
অনেক গিয়েছে। তবু কিছু
আছে খালি হাতে
তোমার কেমন লাগবে
ভুলো না জানাতে।
স্রোত নেই ডিঙি নেই হাওয়া
আছে শুধু নদী
আদিগান্ত গিরিখাত টিলা
শিকড়েরা যদি
পাতালেও নেমে যায় তবে
তুমি অনায়াসে
আমার শরীর ঢাকো আজ
অফুরন্ত ঘাসে।

সাঁকো

ব্যস্ত আছি। সে তো থাকবো। এরই মধ্যে এসো।
দু'বার হয়নি দেখা। বাইরে ছিলে। তবু যাবো আমি।
দেখ বহু খড়কুটো নষ্ট হয় ভেসে যায়, তাও
দুটি ছোট ঠোঁটে বহুদূর থেকে উড়ে উড়ে আনে
পাখিটি কেমন। কতো কষ্টে একটি ফুল ফোটে আহা।
ঝড়ের আড়াল থেকে আলো কাঁপে সন্ধ্যাদীপশিখা।
ব্যস্ত আছি। সে তো থাকবো। এরই মধ্যে এসো।
দু'বার হয়নি দেখা। আরো যাবো। না হলেও যাবো।
এভাবেই তৈরী হয় পৃথিবীর আলোকিত চারুনীল সাঁকো।

নতুনচটি

সকলেই যেতে চায় কলকাতার বনে
যেখানে এখন
মানুষ থাকে না, থাকে—
তুমিই এমন
মফস্বলবাসী হলে, যাদের কবিরা,
'বাঁকুড়ার লোক'
এই উপমায় ক'রে কবিতা ভূষিত
তুমি এই স্তোক
অপমান মনে ক'রে উন্নাসিক
কলকাতার প্রতি
ঠিকানা করেছ সার তিয়াত্তরের পাঁচ
এ নতুনচটি।

আজ

তাহলে আজ জ্বলতে থাকো
জ্বলতে জ্বলতে বলতে থাকো
এই আগুনে ভালোই পোড়া যায়

এর ফলে ওই ভিখিরিণী
তোমার কাছে থাকবে ঋণী
এমনকি দেশ এবং বিদেশ মায়

হয়তো পেলে পেতেও পারো
মহাশ্বেতার মতন আরো
এক আধটা পীঠ অথবা ম্যাগসাই

ফুলের ভাষায় প্রতিবাদে
জলের ভাষায় প্রতিবাদে
এখন কি কাজ হয়রে কিছু ভাই।

চালচলন

সেই থেকে ব'সে আছি মামা খেলে কানামাছি
তুমি কি এমন কিছু দেখেছ?
দিন যায় রাত যায় খেলা তবু না ফুরায়
কেউ কি আমার মতো থেকেছ?
যাদের হবার হয় আমাদের মামা নয়
মায়ের নিজের সহোদর তো
সিঁড়ি বেয়ে উঠি নামি জেব্রা ক্রসিংএ থামি
আর একটু হলে প্রাণ ঝরতো
তবে এসো তুমি ভাই তুমি ও তুমিও, যাই
এমনি তো গেলোই জীবনটা
টান মারি হাঁইও ও মশাই মশাইও
বাজে না যে পাগলীর ঘণ্টা
শালুতে শালুতে আজ উপচায় যে সমাজ
সে মহোৎসবে চলো ভাইরে
লুটে পুটে খাই যদি তলানিতে থাকে দধি
মণ্ডা মিঠাই আর নাইরে
এখন গ্রামেও পাবে শুধু তুমি হাবেভাবে
হবে এক হোমড়া বা চোমড়া
ভাগবান না করুণ যাক নাক বা নরুণ
হুঁকোমুখো মুখ করো গোমড়া।

বন্ধু

এইসব ভক্তিগীতি এইসব ধর্ম গাথা আজ
রামপ্রসাদের মতো লিখে ভাবছো কোনো মহারাজ
তোমাকেও জমি দেবে? পৈতৃক সম্পত্তি গেল চ'লে
বর্গাদার লুটে নেয়, ধান দেয় না, তুমি ব'লে ব'লে
হাল ছেড়েছো।
চাকরি হয়নি বাকরি হয়নি পথে
ঘুরে ঘুরে দিন গিয়েছে, মনে পড়ে? শুধু কোনোমতে
জুটেছে মাস্টারিটুকু, খেতে পাচ্ছো, শোনো—
তোমার হবে না ধর্ম অধর্মও কোনো

দুইয়ের জন্যেই লাগে তাগদ বিস্তর
শান্তশিষ্ট হয়ে থাকো বউ বাচ্চা নিয়ে করো ঘর
খাও দাও ঘুমোও রা-টি কাড়ো না সাত চড়ে
এ যুগে ধর্মের কল এলোমেলো হাওয়ায় কি নড়ে?
কী দেখতে কি দেখ চোখে বদলেছ পাওয়ার?
গ্রামগঞ্জ ভেসে যাচ্ছে ভাইবোন উঠছে হাহাকার?
মূর্খ, তুমি গ্রাম দেখেছো? পঞ্চায়েৎ সব করেছে সোনা
কর্পোরেশনের জলে অমরত্ব লাভ করেছো অথচ জানো না?
নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনলে আমরা কীভাবে
বাঁচাবো। কীভাবে লিখলে পুরস্কার পাবে
সেসব আমরা কি জানি। লাশে রক্তে ভ'রে উঠছে জমি
সুবর্ণ জয়ন্তী হচ্ছে রজত জয়ন্তী হচ্ছে—
আশ্চর্য! তোমার বাহ্যে বমি!

খাণ্ডব

খুবই কি জরুরী ছিলো এ শরীর নিতে?
এভাবে? আমার চাই নতুন পোশাক?
কই? তা বলিনি। অগ্নি লেলিহান এতো!
কী আমার অপরাধ? কিছু বাকি ছিলো?
এখনো অনেক সত্য অন্তরালে আছে।
ধর্ম নিজে ভীরু হয়ে তিলকে ফোঁটাতে ঢাকে মুখ।
আমি কোনোদিন কিছু নিচু হয়ে নিইনি এ হাতে।
আমি উঁচু হয়ে কিছু দিইনি সে কথা জানে ঘাস।
তবু চাই নতুন পোশাক? অগ্নিমান্দ্যে বড় ভয়।
এখন খাণ্ডব গোটা দেশ। এখন খাণ্ডব গোটা দেশ।

ছায়া

আমি তো ভুলিনি, আজও মুঠোতে রয়েছে ঢাকা দাগ
হাড়ের আড়ালে জল বিন্দু বিন্দু রাতের ভয়ের
দলিত মথিত ঘাস আশেপাশে প্রচ্ছন্ন নিঃশ্বাস
গাছের পাতার? খুব নিচু হয়ে ঝুঁকে দেখা কঙ্কালের কোনো?
জ্যোৎস্না তবু ঝলসে দেয় দীর্ঘ তরবারি!
আর সারি সারি ছায়া সারি সারি ছায়া সারি সারি।

বিশ্বাস

কিসে যে মিলায় বস্তু
কে জানে। বদলে গেছে
সবই আজ। কলুর বলদ
না কি বলদের কলু?
বলা খুব শক্ত এখন।
বাতাসে নড়ে কি কল
ধর্মের? কলই নড়ায়!
এইসব আবোল তাবোল
বাজিয়ে মত্ত মাদল
গ্রামের এক পদ্যকার ও
জনাকয় চামুণ্ডা সব
পঞ্চাশ পূর্তি করে।
মাটিতে হাপুসনয়ন
দামী সব ভোটদাতাগণ
সারাদিন উপোস দিয়ে
কী জোরে হাততালি দেয়
জয় দেয় ডি আর ডি এর
পতাকা সাক্ষরতার
কাঁধে যায় দীর্ঘ মিছিল
ধ'রে ঠিক উল্টো ক'রে
নিরীহ পশুরা চায়
নির্বোধ দুচোখ মেলে
জেলে যান রাজামশাই!
ঘুঁটে দেয় দেয়াল জুড়ে
পঞ্চাশ পূর্তি ঢেকে
মেজবৌ পাশের বাড়ির।
আজ ঠিক রাত বারোটা
বলি ঃ বন্দেমাতরম
জয় বন্দেমাতরম।

একটা জীবন

আমি কেন বলতে পারি না
এখনো দাঁড়িয়ে নদীতীরে
'একটি দিন বৃথা গেল ওমা—'

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঘুরে
কেন স্নান করতে পারি না
মা, তোমার ও কাতর জলে

লুব্ধপ্রেত এলোমেলো হাওয়া
রাতে তুলে কেন নিয়ে যায়
মা, তোমার কোল থেকে আজও?

অপহৃত আমার শৈশব
ধুলোয় লুটিয়ে ওমা, তুমি
কোনোদিন ফিরিয়ে দেবে না?

জল ঝড় কাঁটালতা কাঁচ
হা মুখ গহ্বর চেয়ে থাকে
মূর্ছিত এ মুখে নীরব

একটা জীবন অপচয়!
তুমি স্থির প্রবাহতরল

আবার আবার আসতে হবে!

অনাহত রাত্রিগুলি

অন্ধকার সয়ে যায়, তীক্ষ্ণ চোখ সামান্য ফোকরে
আগ্রাসী ক্ষুধায় তীব্র লেলিহান। কী দেখে দুচোখ?
আকাশ দিগন্ত মিশে একাকার গড়িয়ে পড়েছে সব তারা
অন্ধকার মাঠে মাঠে নীল লাল হলুদ সবুজ
হাজার তারার মেলা তারাদের নাচের উৎসব
ঘাসের জঙ্গলে আলো ছলকে ওঠে ঝলসে ওঠে শাদা
ধবধবে পিপাসা তার সুকোমল শীর্ষদেশ সহ
সজল কেশর গুহা গিরিখাত। কী শোনে দু'চোখ?
পাথরের হাড়ে বাজে অশ্বখুর পাথরের শিরা
যাবতীয় নদীমুখ খুলে দেয়—লাফিয়ে পেরোয়
ছদ্মবেশী অশ্বারোহী, সহসা আড়াল স'রে যায়
দেখি আমি তার সঙ্গে চেপে গেছি ধাবমান পিঠে
দেখি আমি তার সঙ্গে তারার জঙ্গল ভেঙে ভেঙে
ঘাসের ভিতরে যাচ্ছি দ্রুত অপসৃয়মান ভয়
মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে ধুলোর ঘূর্ণিতে—কই চোখ?
সমস্ত ইন্দ্রিয় চোখ আপাদমস্তক তীব্র দৃষ্টিশ্রুতিশীল
তুমি হাসছো তার স্পর্শে কেঁপে উঠছে আসমুদ্র জল
তুমি হাসছো, তার গন্ধে কেঁপে উঠছে অনীশাত্মা মাটি
তুমি হাসছো তার শব্দে কেঁপে উঠছে প্রবাদের চর।

লঘু মুহূর্ত

তুমি শুধু শোনো। সব বাকি সব স'রে যায় পাশে।
আমি শুধু বলি। সব বাকি সব ছুটি ভালবাসে।
তবু সকলের সামনে তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাও
তবু সকলের সামনে আমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসি। তাও
জানে না কেউই। চক গুঁড়ো হয়, ভ'রে ওঠে বোর্ড
চুলে কি ওদের দাগ? ছুঁতে তবে কী সাহস ওর?

□

যেকোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে ছোঁয়া যায়। স্পর্শকাতরতা
যেকোনো ইন্দ্রিয়ে আছে। তুমি তার অতীতে রয়েছো।
তবুও আয়ত্বাধীন। মন জানে বুদ্ধি জানে সব।
চিত্তবৃত্তি সেও জানে। শুধু তুমি জেনেও জানো না।

□

কিছুই বিনষ্ট হয় না। ঠিক থাকে। অবিকল থাকে।
অপহৃত আকৈশোর সমস্ত ফিরিয়ে দিতে পারে।
যদি থাকে ভালবাসা যদি তাকে ভালবাসা শুধু।

□

অবিরাম হাওয়া আসে ঝোড়ো হাওয়া আসে
অজস্র জানালা দরজা ঠাণ্ডা হিম হাওয়া
ভেতরে লুকোনো স্থির দুপুরের দুর্বোধ্য উত্তাপ।

□

সিঁড়িতে তো চিহ্ন নেই। দেবদারু পাতায়?
সে তো কবে ঝ'রে গেছে। তাহলে কোথায়
লেগে আছে হাসিটুকু?
কেউ কিছু জানো?
কার হাসি? কবেকার? দুচোখ কাঁপানো।

□

তুমি দিতে চেয়েছিলে। আমি যেতে পারিনি সেদিন।
এই বেশ। লেখা থাক ঃ দেখা হয়েছিল।
কার সঙ্গে? কোনখানে? কী নাম? ঠিকানা?
আমরা নিজেই খুঁজব একদিন তারার তিমিরে।

□

আমাকে লিখিয়েছিল। এর চেয়ে বেশি
কারোরই প্রত্যাশা থাকা ভালো নয়। আজ
বহুদিন পরে যেন লেখা হয়ে যায়
আবার সেসব। তুমি শব্দের। সবার।

□

তোমার কি নেই। তবু নাবিকেরা আসে।
আমার জাহাজ নেই। ডিঙিও না। পথ।
মাটির। জলের মেয়ে উঠে চ'লে গেল।
আমার কি নেই। তবু অঝোর শ্রাবণ!

□

অভিজ্ঞতা শুধু দেয় উপাদানগুলি
বুদ্ধির অভাবে কোনো আকার হলো না
তাই অসম্পূর্ণ হলো অসম্মত হলো
সামান্য ধুলোর ইচ্ছে বালির পিপাসা।

□

ঘুমোতে যাবার আগে মনে হলো তাই
বৃষ্টিকে এভাবে ডেকে ফিরিয়ে দিলাম।

□

যেকোনো পাথরে ছিলে, শুধু একজন
ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে মনে রাখবার
কোনে প্রয়োজন নেই। যেকোনো সময়
আবার পাথরে গিয়ে মিশে যেতে পারো।

□

কাল সকালেই এরা শিশিরের মতো
ঝ'রে যাবে। আজ রাত বুকে পেতে ঘাস
ধ'রে রাখছে অনাহত প্রতিটি বিন্দুকে।

□

তোমার মুখশ্রী নেই। তবু যেন ঘুম
আমাকে দেখায় ডেকে জানালায়। আমি
তাকাতে পারি না পাতা ভারি হয়ে মুদে যায় চোখ।

□

এগুলি প্রেমের পদ্য হতে পারতো যদি
তোমার সম্মতি থাকতো। আমি চিঠিগুলি
হারিয়ে ফেলেছি। আজ প্রমাণ অভাবে
সব ছেঁড়া পাতা হয়ে জলে ভেসে যায়।

□

বৈষ্ণব কবির মতো পদাবলী লিখে
তাকুটি তাকুটি করবো—হেসে হবে সারা
আমার বন্ধুরা। তুমি কেঁদে কোনো কূলই পাবে না।

শ্রী অরবিন্দ

আজকে তোমার জন্মদিন। আমার কেক নেই।
ফুল ফোটেনি। ফোটো ও কই। দেয়ালে ঝোলে শুধু
একটি ছেঁড়া ক্যালেন্ডার। সেখানে বসে আছো।
মস্ত সেই চেয়ারে। হাত হাতলে আছে তোলা।
জানে না যে সে ভুল করবে রবীন্দ্রনাথ ভেবে।

আজকে তোমার জন্মদিন। এনেছি করতলে
নিভৃত এই প্রণাম আমি কাউকে দেখাবো না
এনেছি এই প্রার্থনার গোপনতম মালা ঃ
আমরা ভারতবাসীরা চাই আবার এক ত্রাণ।

সুবর্ণজয়ন্তী আজ স্বাধীনতার, জানো?
মহোৎসবে নাচছে সব দুপুর রাত থেকে।
কেবল কয়েক কোটি মানুষ পাবে না আজ খেতে
কেবল কয়েক কোটি মানুষ পড়তে পারবে না
নানা রঙের লেখা—এ দেশ কাদের কেউ জানে?

আজকে তোমার জন্মদিন। আমার প্রার্থনা ঃ
যে বোমা তুমি বানাতে গিয়েছিলে
যে বোমা তুমি ছুঁড়তে গিয়েছিলে
যদি তা ছুটে সহসা আসে দেশের শত্রুকে
সরাতে আজ, সে-ই
সত্যিকারের অবতরণ আশীর্বাদ আহা!

দেবশিশুগুলি

যখন ঘুমের মধ্যে নেমে আসে দেবশিশুগুলি
বিষণ্ণ করুণ মুখ অভিমানে স্ফুরিত অধর
আমাকে সযত্নে পাশে ফেলে রেখে যায় পথে পথে
যেখানে দম্ভের মতো সারি সারি দেবদারু ঝাউ
অদূরে বালির ঢেউ তারই 'পরে জলেরা উত্তাল
ওরা কি জলের দিকে যাবে? আমি ঘুমের ভিতরে
জনপ্রাণীহীন পথে কাউকে তা শুধাতে পারি না।
ওরা কি প্রবলতর ঢেউয়ের নিকটে যাবে? আমি
ঘুমন্ত রাতের কাছে নিরর্থক চোখ তুলে চাই।
পবিত্র ঘুমের মধ্যে ওরা কেন আসে ওরকম?
পৃথিবীতে—এই দুঃস্বপ্নের পৃথিবীতে?

স্বাধীনতা ৫০

বেজে ওঠে ন'হাজার ঢাক
দশ হাজার তীব্র করতালি।

একজন উলঙ্গ উল্লুক
ফুটপাত থেকে উঠে আসে।

বড় বড় করে নানা রঙে
লেখা। সে জানে না কী কী লেখা।

বাতাসে সুগন্ধ ভেসে আসে
দেশজননীর স্বাদু পরমান্ন। আহা!

আজ তার সজল উপোস।

বেজে ওঠে ঢাক বাজে তালি
দীর্ঘ ঋজু পঞ্চাশের দেশ।

তার চোখে ঘুমের আবেশ।

আছে

হয়তো কোথাও সব অর্থ আছে পরিণাম আছে
তাই হাসতে হাসতে ফুল ঝ'রে যায় ধুলোতে বালিতে
তাই দুঃখ নত হয় ব্যথা কাঁপে জীবনের কাছে
একদিন সর্বাঙ্গীন সমূহ সংসার
বিনম্র দাঁড়ায়।

এরকমই ভাবা ভালো। যে আসেনি প্রতীক্ষা গুঁড়িয়ে
হয়তো তারও অন্ধকার বৃষ্টি পথে বাধা হয়েছিল
হয়তো পৃথিবী ঘিরে তারও ছিল অসম্ভব নীল
হয়তো পথের বাঁকে ছিল ভয় আগুন ফাটল।

সমস্ত নির্দিষ্ট। শুধু খুঁজে নিতে হবে। শুধু ব'লে
যেতে হবে ঃ আছে—অর্থ পরমার্থ জীবনের মানে।

স্পর্শকাতর

বেশ তো লেখো।
বাহবা পাও।
নিজের জীবন যাপন?

এ কথা কই
দেখিনি তো
লিখেছো ঃ সব দায়
আমার, আমি দায়ী।

কই? তোমাকে
দেখিনি একদিনও
সাক্ষরতার
পাড়ায়!

কেউ বলেনি
তুমি দিয়েছো
আজকে তাকে রুটি।

স্পর্শ বাঁচাও
নিরাপদের দূরে
দাঁড়িয়ে বলো ঃ

দেশ গিয়েছে
দেশ গিয়েছে দেশ—

নানা রকম সুরে।

জল

জলে ভেসে গেছে মুখ গ'লে গেছে মাটি
খড়ের কঙ্কাল হাতে চেয়ে থাকি তবু
অন্ধনদীতীরে একা সন্ধেবেলা একা।

কেন চেয়ে থাকি আজও এভাবে এখনো?
হয়তো হৃদয় আছে পৃথিবীতে ব'লে?
হয়তো রয়েছে প্রেম পৃথিবীতে ব'লে?

একে একে তারা সব রাতের আকাশ
ভ'রে দেয় জলে ভ'রে ব্যথিত দুচোখ
মাঝে মাঝে চলো চলো বলে মৃদু হাওয়া।

কোথা যাবো? হাতে নিয়ে খড়ের এ মুখ?
আর কি বানানো যায় একবার গেলে?
চ'লে যাওয়া যায় এই মায়ারাত পেলে?

হয়তো হবে না কিছু গ'লে যাবে খড়ও
কুটোগুলি ভেসে যাবে শুধু করতল
রাতের আকাশ থেকে ভেজাবে ও জল।

ঈশ্বর

ঈশ্বর নিজেই এসে আমাকে এমন
ক'রে রেখে চ'লে গেছে। আমি কোনোদিন
খুঁজিনি। এখন খুঁজি অনিবার্যকারণবশত।
ছাপোষা সামান্য লোক—আমাকে এভাবে
নষ্ট করা কী যে তার প্রয়োজন ছিল!
এমন বিরুদ্ধ বস্তু কোনোদিন জীবনে দেখিনি।
তোমরা বেশ ভালো আছো। বৃহস্পতিবার
লক্ষ্মীপুজো সোমবার শিব। বেশ আছো।
এত বেশি তার কাছে কখনো যেয়ো না।
বড় সর্বনাশা বস্তু সব জ্ব'লে যাবে।
সে যদি নিজেই এসে কোনোদিন বলে ঃ
আয় চ'লে আয়, যাবে, আমি—
শনি মঙ্গলের সঙ্গী পেয়ে হবো খুশী।

চাওয়া

নির্বোধের মতো শুধু চেয়ে থাকি
ব্যথায় সজল দুটি চোখ
ঝাপসা ক'রে দেয় ওই মুখ।

এই আমার ভালো।

তুমি ছোট দুটি হাতে
আমাকে ভাসাও
এতো বেশি দিয়ে!

কী করবো এসবে আমি?

তুমি থাকো
এই আমার সব।

তোমার কথা

তোমাকে নিয়ে লিখতেও আজকাল খারাপ লাগে।
কতো তো বিষয়। তবে তুমি কেন?
আসলে সব শূন্য ক'রে ফেললেই তুমি
কখন যে অসাম্যে অনুপ্রেবেশ করো!
বহু স্তব স্তুতিতে তোমার পাহাড় আর ডিঙোনো যাবে না।
অবশ্য লোভ তোমার সীমাহীন।
তা নইলে আমার মতো মানুষকে এভাবে জ্বালায়!
কিন্তু সত্যি বলছি তোমাকে লিখতে ভালো লাগে না আমার।
এ আমার অভিমান নয় অপ্রেম নয়।
এ এক ধরনের নির্বেদ। এ এক ধরনের নিস্পৃহ নিরাসক্তি।
এতে তোমার জেদ বাড়ে। আর আমার জ্বালা।
এক একবার তো পালিয়ে যাবার কথা ভাবি।
তালা বন্ধ ক'রে। কিন্তু তোমার হাত থেকে
রেহাই পাওয়া? এবার আমাকে মুক্তি দাও।
খুঁজে দেখো অনেক লোক—অনেকে জ্ব'লে মরতে চায়
তোমাকে পেলে কী খুশীই না হবে ওরা।
আমি অন্তত গাছপালা পাখি মেঘ নিয়ে
লিখবো ঃ তোমার কথা লিখতে ভালো লাগে না আর।

কিছু

কিছু অন্তরালে থাক। কিছু তুমি বলো।
সবাই হাঁ করে আছে, নেমে গেছে মেঘ
নিচু হয়ে, ডানা মুড়ে বসেছে পাখিটি
দুঠোটে জলের রেখা নদীর দু'তট—
কিছু তুমি বলো। কিছু গোপন থাকুক।

সবাই সম্পূর্ণ নিয়ে স্থির থাকতে পারে?
আমাকে? আমাকে সব বলে—
দেখ কী করেছো আজ কুড়িটি বছর!

কিছু গোপনীয় থাক কিছুটা ছড়াও
বিশাল আকাশ পটে মৃত্তিকার পটে।

কাল থেকে

কাল থেকে মনটা
অনাথ বালকের মতো বিষণ্ণ
যেন কার একটা মূল্যবান জিনিস ভেঙে ফেলেছি
কী হয় কী হয় একটা ভয়, একটা
পাপবোধ অপরাধবোধ কাল থেকে
মনকে ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে
প্রার্থনা পূজা ধ্যান
মনকে স্থির করতে পারছে না
কাল থেকে
কী যে হয়ে গেলো
কী যে হয়ে গেলো মা।

মা তুমি

যে ভয় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে
তাকে কেন তাড়াতে পারছি না?
হে কর্ম, তুমি ফল উৎপন্ন করবেই
হে প্রারব্ধ, তুমি পঙ্কে বদ্ধ করবেই
হে জীবন, তুমি নিংড়ে নেবে সব

মা, তুমি হাসতে হাসতে দেখবে
আমার এই দুঃস্বপ্ন
এই কেঁদে ফেরা?

দুর্ঘটনা

নিরীহ নিবিড় লোমে ভ'রে গেছে সব
ঢাকা পড়ে গেছে তারা ঢাকা গেছে ঘাস
দুচোখে গড়িয়ে যায় সমুদ্র আমেরু
আমার হৃদয়ে শান্ত ক্ষমাশীল থাবা।
শুধু 'হাত পাতো', বলে অমোঘ তৎপর
কর্মফল চেয়ে থাকে এই মুখে সারাদিন রাত
পাতো হাত পাতো হাত এ তোমার ধরো

একুশ বছর

খুব সীমাবদ্ধ জীবন
খুব ঋণবদ্ধ মৃত্যু
জীবনমৃত্যুর মাঝখানে
বদ্ধমূল বিশ্বাস।

তার ওপারে ধর্ম
তার ওপারে অধর্ম
ধর্মাধর্মের ওপারে
তোমার সঙ্গে দেখা।

সে অনেকদিন হলো।
জীবন চলেছে মৃত্যুর কোলে
মৃত্যু ঝুঁকেছে জীবনের দিকে।
তুমি কোথায় চলেছো?

তোমার কাছে যাবে ব'লে
চলেছে পিঁপড়ে
তোমার কাছে যাবে ব'লে
কীট পতঙ্গ
শুধু আমার
অভিমান
হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকল
একুশ বছর!

অনিবার্য ধ্বনি ওঠে কাঁপে এ হৃদয়
কোমল শীতল শান্ত থাবা মেলে শুধু
সে জানায়—শান্ত হও। জানায় অভয়।

একবার

এরকম হ'লে কোনোমতেই আমার যাওয়া হবে না মা
আমার মতো ভীতু দুবলা পাতলা গঙ্গারাম
সাহস ক'রে যে বেরিয়েছিল সেই কতো
কিন্তু এরকম হ'লে আমি আর কোনোদিন
তোমার কাছে যেতে পারবো না মা।

কাল থেকে আমার কী যে মন খারাপ
ঝড়ে ছেঁড়া পাতার মতো বৃষ্টিতে ভেজা ভাঙা ডানা
পাখির মতো মস্ত অপরাধ ক'রে ফেলা
অনাথ বালকের মতো আমার প্রহর কাটছে
মা, তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো
তুমি নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারছো।
মা, তুমি একবার বলো
ভয় কি
মা, তুমি একবার হাসো
ভয় কি
মা, তুমি একটি বার
নির্ভার করো মা।

এবার পথে

যেইমাত্র আসে সেই চ'লে যায়
যেন রাজকার্য আছে
একটুও অপেক্ষা করতে পারে না

সংসারে কতো কি ঝক্কি ঝামেলা
কতো রকম ব্যস্ততা
কতো রকমের অপ্রস্তুত

সে সব কে কাকে বোঝায়

আসা মাত্র উধাও!
চকিতে আলোকিত ক'রে
অন্ধকারে নিমজ্জিত ক'রে যাওয়া

ঠিক আছে
এবার
আসা যাওয়ার পথেই
অপেক্ষা করবো।

আবহমান

এসবই পুরনো প্রথা প্রাচীন আঙ্গিক
তাই ছন্দপতনের ভয়ে কাঁপে শীর্ণ তরুলতা
শব্দবোধে স্থির নদী প্রবাহ চঞ্চল
অশান্ত বাতাসে কেঁদে ফেরে বিরহিনী

এ সবই এ পৃথিবীর পুরনো নিয়ম

তাই প্রেম প্রীতি স্নেহ দুঃখ হাহাকার
আবহমানের স্রোতে অবিচ্ছিন্ন জলে
সংলিপ্ত এমন—তুমি আঙ্গিক বদলাও

যতই বদলাও বলতে হবে ঃ ভালবাসি
যতই বদলাও বলতে হবে ঃ ভালবাসো

রাত্রিকথা

আমাকে সম্মতি দিলে লিখে রাখবো এই রাত্রিকথা।
কি জানি কি কাজে লাগবে—হয়তো পুরনো পৃথিবীর
অনুশাসনের গ্রন্থ কখনো নতুন ক'রে লেখা হতে পারে
হয়তো পুরনো প্রত্নলোকে এসে খুঁজে পেতে পারে কোনোদিন
এই জল এই শক্তি এই তীব্র ফোয়ারার গুপ্ত গুহামুখ।

আমাকে সম্মতি দিলে লিখে রাখবো এই রাত্রিকথা
অনুপুঙ্খ বর্ণনায় ধ'রে রাখবো এ ছবির সমস্ত মাত্রাকে
প্রতিটি শব্দকে তার মাত্রাতীতলোকে ঠিক ধ'রে রাখবো দেখো
অব্যক্ত প্রতিটি ভঙ্গী পরাঙ্মুখ প্রতিটি নিঃশ্বাস
প্রতিটি প্রত্যঙ্গপ্রিয় আঘাত আঘাতে ফোটা অলৌকিক ফুল
প্রতিক্রিয়াশীল রক্তে ফুটে উঠবে—অনুমতি দিলে—।

আমাকে সম্মতি দিলে স্পর্শকাতরতাহীন এই রাত্রিকথা
ছায়াশব্দে গেঁথে রাখবো মৃত্যু স্থির জন্মান্তর স্থিরতর জেনে।

অন্তিম

চেলারা চমকেই বা উঠলো তুমি উঠে এসো
আমি আর নিজে দিতে পারছি না পাহারা।

অন্ধকারে বোঝা যায় না গেরুয়ার রঙ।
ওদের অ্যালার্জি আছে অনেক কিছুতে।

আমি তো তোমার বিষ বিশটি বছর
হৃদয়ে বহন করছি বিনষ্ট শরীরে।

আমি তো সে অভিজ্ঞতা আজও কোনোমতে
ব্যক্ত করতে পারিনি—সম্ভব?

তুমি স্পষ্ট ক'রে বলো প্রবর্তন করো—
চমৎকৃত হোক ওই চেলাচামুণ্ডারা।

বস্তু

স্থির বিষয়ের দিকে যেতে বলেছিলে।
যাইনি? এমন ধূর্ত ধৃষ্য যুগে এমন বিষয়
নেয় কেউ বেছে? তবু যাইনি কি? আজ
যদি অন্য অভিমুখে নেমে যাই যদি
এই অধোমূল তীব্র পিপাসাকাতর
শিকড়েরা নেমে যায়? ভালবাসা জল
নিম্নগামী চ'লে যায় অথবা উত্তাপে
বাষ্পীভূত হয়ে যায়। প'ড়ে থাকে শুধু
ভাঙা মুখ ভাঙা বুক দুমড়ানো হৃদয়
হাজার বছর এসে ধুলো দিয়ে ঢেকে।
কারো কোনো ক্ষতি নেই কোনো বৃদ্ধি নেই
তুমি জাহান্নামে যাও প্রেতাত্মার মতো
পৃথিবী তাকায় না তার নিজস্ব নিয়মে
ভালবাসা টাসা আজ চোতা শব্দ কবি
স্থির বিষয়ের দিকে যেতে বলেছিলে
এবার সেদিকে যাবো স্থিরতর দিকে
অমোঘ নিঃশব্দ ছায়া নেমে আসছে দেখ

আলাপ

পড়ে থাকুক ভয়
পড়ে থাকুক জয়
পড়ে থাকুক উল্লাস
চলো সামনে যাই।

অনেকদিন হল্লা
অনেকদিন মত্ত
অনেকদিন চিৎকার
চলো সামনে যাই।

সামনে নীরবতা
নীরবতার মধ্যে আলাপ
আলাপের মধ্যে শান্তি
চলো আলাপ করি।

ঘন হচ্ছে আরো ঘন ঘনতর হবে
আমি ও আমার দেহ কেউ আর তার
গ্রাস থেকে ত্রাণ পেয়ে পালাবে না আর
কোনো বিষয়ের দিকে যেতেই দেবে না
সে বস্তু দুজনকে ফেলে নেবে তৃতীয়কে।

শুদ্ধবুদ্ধি

এক সময় কোনো কথা থাকে না
কথা কিছু ব্যক্ত করতে পারে না
তখন শুধু চেয়ে থাকা
শুধু চোখের ভাষা
চিত্তের শুশ্রূষা
হৃদয়ের বিশ্রাম।

এক সময় শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়
চুপ ক'রে থাকে। আর তার
নীরবতার ভেতরের আগুন
উত্তাপে সমর্পণ করে
আত্মার শরণাগতি।

এক সময় সংকল্প বিকল্পরহিত
হয়ে যেতে হয়। অথচ
আশ্চর্য অননুভূত সংবেদন
বেজে যায় তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে
তারায় তারায়
তৃণে তৃণে

সেই ভাষা অনুচ্ছিষ্ট কবি
সেই অনুভূতি
এখনো লেখা হয়নি
ব্যাস বাল্মীকীও লেখেননি

শুদ্ধবুদ্ধির সেই আভা
লেগে থাকে মুখে চোখে
তাকে পড়ো।

বাউল

বলো তো প্রবেশ করি
আগুনের অন্ধকারে
দুহাতে গরল নিয়ে
দুজনে নির্জনে যাই
কদিন রক্তে কোনো
জ্বলেনি দহন জ্বালা

বলোতো জলের তলে
ফেটে যাই চাপের মুখে
জীর্ণ পোশাক খুলি
দেখি মুখ নিজের, যদি
বলো তো গঙ্গাধারায়

এরকম অবাস্তবের
এরকম অসম্ভবের
আকারে মুক্তি আসে
ছায়াময় মুক্তি আসে
ও বাউল অব্যাহত।

নৌকো

আর এখন ফেরা যায় না অপেক্ষা করাও যায় না আর
তিনি এই অন্ধকার এই হিংস্রতার কথা বলতেন শুনেছি
দু'মাইল অন্তর জ্বলবে প্রদীপ—জ্বলছে না?
মৃতদেহ ডিঙিয়ে যাবি পায়ে পায়ে—আমরা যাচ্ছি না?
ধ্বংসের এমন চিহ্ন দেখিসনি কখনো—দেখছি না?
তারপর আলো, আলো, আরো আলো নিশ্চিত নির্ভয়।
তাহলে কোথায় ফিরবো ফেরার অপেক্ষা করবো বলো?
তার চেয়ে এই ভালো বাঁধা থাক সনাতন পাল।

মুক্তি

তবু তাকে ব'লে যেতে হবে ভালবাসো।
এ ছাড়া কি মুক্তি তার ছিলো না জীবন?
প্রতিটি পেরেক যেন ধর্ম ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচে
আকাশ মৃত্তিকা যেন ধর্মচ্যুত হতে পারলে বাঁচে
কেবল বাঁচে না যেন পৃথিবীর একান্ত মানুষ
যেন ধর্ম ছাড়া আর ত্রাণ নেই পরিচয় নেই!
তবু তাকে ব'লে যেতে হবে ভালবাসো!
তবু তাকে তুলে দিতে হবে হাতে নিভৃত বিশ্বাস!
তবু তাকে শুষে নিয়ে যেতে হবে মানুষের ভুল!
এছাড়া কি মুক্তি তার ছিলো না কখনো।

এভাবেই

আমি এভাবেই বলি। কেন যে বোঝো না!
আমার সমস্ত কথা দিনের রাতের মতো বোঝে
ওই ঘাস ওই ঘাসে টলোমলো শিশিরের কণা
এছাড়া পথের ধুলো সেও আসে যে কথার খোঁজে

কেবল বোঝো না তুমি। আমি এভাবেই বলি। আর
আমার যে ভাষা নেই। তেমন শক্তিও নেই। শুধু
দুচোখে সজল ছায়া, ছায়ার ভিতরে কি যে, তার
নাম তো জানি না, জল, জলমগ্ন সবকিছু ধূধূ—

এই। তুমি ফিরে যাও। আমার ভীষণ কষ্ট হয়।
তোমারও কি? বলো দুজনেরই সোজাসুজি
জানার কি প্রয়োজন? না হলে এ ব্যাকুল সময়
মুহূর্তে সমস্ত ছিঁড়ে, রেখে যাবে ভুল বোঝাবুঝি।

সন্তান সন্ততি

যে পৃথিবী রেখে যাচ্ছি তার কাছে কিছুই পাবি নে।
এ আমার পাপ। আমি পারিনি ভুলের মাত্রা ভয়
হ্রাস করতে, ধ্বংসবীজ নষ্ট করতে, মুছে ফেলতে দাগ
রক্তের অশ্রুর, পথে ফলকে ফলকে লিখতে ঃ থামো।
উচ্চারণ করা হলো না ঃ মা মা হিংসী শোনো—।
জানানো হলো না দেখ, এই পথ—যে পথে আমার
সর্বস্ব খোয়ানো দিনরাত্রি কিন্তু দিয়েছে সকাল
জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যোদয় করতলে বিশ্বাসের জল
ফুটেছে সমস্ত রক্তকাদা ফুঁড়ে একটি দুটি ফুল।
এ আমার অক্ষমতা। ভীরুতা। লজ্জার ইতিহাস।
তোমরা মার্জনা কোরো। মেনে নিচ্ছি আমি শুধু দায়ী
এই অপ্রেমের জন্যে ওই অন্ধকারের জন্যে দায়ী শুধু আমি।
যেখানে সমস্ত যায় সব ক্ষয় ক্ষতি পুণ্য পাপ
জয় পরাজয় লজ্জা ঘৃণা প্রেম হাত ধরাধরি ক'রে যায়
সেখানে একান্ত ক্লান্ত একটি প্রার্থনা অন্ধকারে
ভাসিয়ে দিলাম ঃ যেন তোমাদের বিশ্বাস না টুটে
যেন একটি কণা থেকে সহস্র সহস্র সূর্য ছায়াপথ ফোটে।

তাকে

এসবই দিয়েছে যে জীবন শুধু তাকে
শ্রদ্ধা জানাও অবনত হও বলো ঃ
আমরা রয়েছি পথে ও পথের বাঁকে
মূক মূঢ় ম্লান ব্যথাতুর ছলোছলো

তুমি ভাষা দাও তুমি আশা দাও প্রাণে
ভুলগুলি ফুল হয়ে যেন ফুটে ওঠে
সকল দুঃখ বেদনার অবসানে
শান্তি নামুক ঘরে ঘরে মাঠে গোঠে

বলো ঃ আমাদের সর্বস্বান্ত ঘর
পুনরায় দাও সম্ভারে ভ'রে আজ
যেন মুঠে মুঠো দিতে পারি, তারপর
চ'লে যাই শেষ ক'রে এপারের কাজ

এসবই দিয়েছে যে জীবন আজ তাকে
ভালবাসো দাও হৃদয়ের সম্মান
কিছুই যায় না সব থাকে সব থাকে
জলে ও আগুনে যায় না আবহমান।

বিষণ্ণতা

এই বিষণ্ণতা প্রিয় ধ্যানের পূর্বের
রাত্রির আগের স্তব্ধ মায়াবী সন্ধ্যার
সৃষ্টির প্রাগাহ্ন শান্তি পাষাণ দুর্গের
শীর্ষে ফোটা কবরীমন্দার

প্রসিদ্ধ ভুলের ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতিদের
এই বিষণ্ণতা তার মুখে
যাকে খুঁজে পেতে দেরি হলো আজ ঢের
ভালবাসলো গভীর অমুখে

প্রতিটি শব্দের সব ব্যঞ্জনার এই
বিষণ্ণতা পৌরাণিক নদী
আমাকে ভাসায় ধায় প্রতি মুহূর্তেই
তোমাদের হৃদয় অবধি

সমর্পণ

তুমি লীলাচ্ছলে ভাঙো ধ্বংস করো নষ্ট করো শুধু
আমরা সমর্পিতপ্রাণ পাঠ করি ওমুখে তাকিয়ে।

তুমি লীলাচ্ছলে গড়ো সৃষ্টি করো তোমার নির্মাণ
আমরা নির্বোধ চোখে চেয়ে থাকি ওমুখে তোমার।

ধ্বংসের সৃষ্টির মাঝে তুমি গোষ্ঠে আমাদের নিয়ে
ঘাসে মুখ দেওয়াও তা ঊর্ধ্বলোকে দেবতারা দেখে।

পদাবলী

একহাতে নাও ঘৃণা
অন্য হাতে প্রেম।
সবই নেবে কিনা—
তাই এরকম হেম
ছড়াও আমার পথে
জড়াও পায়ে রোজ
ক্ষয়ে এবং ক্ষতে
কেবল করো খোঁজ
আমার শিরদাঁড়া
তোমার আশ্রমে
ডেকে আনতে পাড়া
মায়াবী বিভ্রমে
ঘূর্ণমান চাকা
উত্তোলিত চাবুক
কালের পটের আঁকা
শুকোয় ভয়ে মুখ
কোথাও নেই ত্রাণ
চূর্ণ প্রতিবাদ
কোন হাতে দাও টান
পূর্ণ করো সাধ!

একি চিরকাল চলে? সংবিধান সংশোধন কতোবার হয়
জানো? আজ জনগণ জাগ্রত তোমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

এখন জেনেছি আমরা একদিন অবশ্যই উৎসে ফিরে যাবো
আজ হোক কাল হোক কারো সাধ্য নেই যে পথে দাঁড়ায়।

এখন জেনেছি আমরা তোমার সমস্ত লীলা বন্ধ করতে পারি
তোমার সমস্ত পূজা পাঠ ধ্যান ধূপ দীপ বন্দনা প্রার্থনা।

এবার নতুন কিছু করো নইলে তুমি যে বাতিল হয়ে যাবে।
আমরা নেতার কাছে সমর্পিত আমরা দলের কাছে সমর্পিতপ্রাণ।

সহজিয়া

এই জটিলতা তুমি খুলে দেবে ব'লে দাঁড়িয়েছো
আমি কোনোদিন কিছু ধরিনি নিজের হাতে জানো
দেখিনি বিকারহীন নিরঞ্জন নিবিড় আকাশ
বেজেছি সুদূর হাতে ব্যাহৃতিতে স্তব্ধ চিরকাল
দুঃখের আঘাতে আর অপমানে মধুর সুন্দর
আজ কেন খুলে দেবে ব'লে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছো?
জানি এ প্রশ্নের কোনো মানে নেই অন্তত তোমাকে
শুধু সমর্পণ চাও, ঝ'রে যাই প্রথায় অভ্যাসে
শুধু খুলে যাও সব পুরাণপ্রসিদ্ধ এ পোশাক
আমার, আমারই, তুমি নিজে নিরাপদে থাকো স্থির
আর জলময় নীল এ দুচোখে আকার ধরে না
আজো কোনো গ্রাম নেই কোনোদিন শহর ছিলো না
তবু চলে যাই এক মৃত নদীতীরে ক্ষেতে ক্ষেতে
মূর্খ অভিমান রেখে চ'লে যে এসেছি সে কি ভুল?
আয়তনবান দুঃখে নতজানু হওয়া কোনো ভুল?
তুমি সব খুলে দেবে ব'লে হাত রেখেছো চৌকাঠে
নিজে নিরাপদে থেকে ফেলে দাও জন্মপরিচয়
কার? বলো কার? আমি নিজেকে চিনি না
আড়াল করেছে সূক্ষ্ম মায়াজাল তোমারই ছড়ানো
তোমার নিজের হাতে কেটে আমি মুখোমুখি হবো
এবং সহজে ছোঁবো বিরোধাভাসের বিভীষিকা